শারদীয়া লিপিকা

Editor: Dr. Jharna Chatterjee

Published: September 2009

Cover Design: Shubhayan Roy

Volume 3 / Issue 1

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা

NATURE AT ITS BEST – COLLAGE 1

Tanima Majumdar

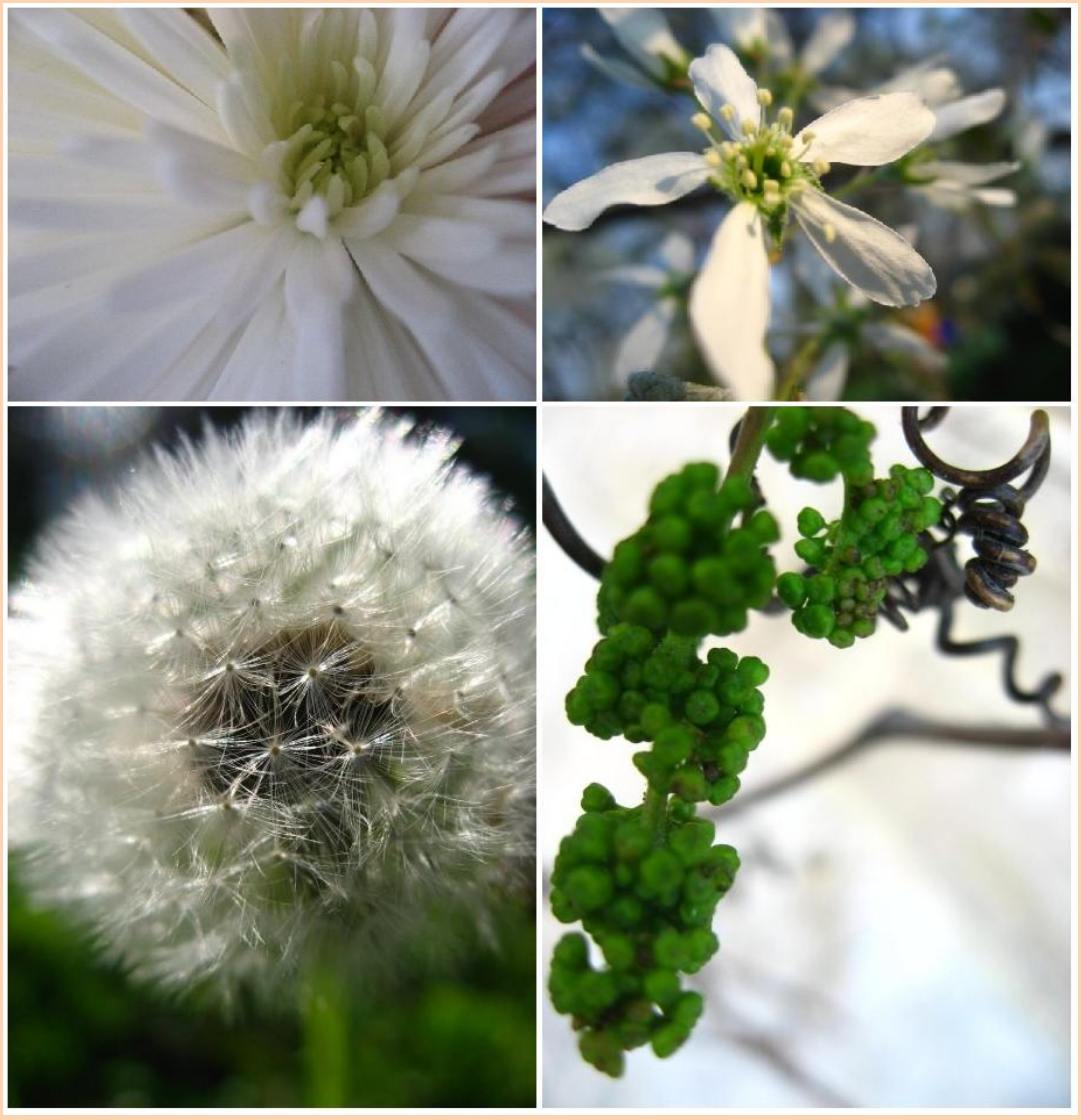

লিপিকা, দুর্গাপূজা সংখ্যা, ২০০৯
সম্পাদকীয়

বাইরে তাকিয়ে দেখছিলাম শরতের আকাশে বকের পালকের মত নরম শাদা মেঘ ভেসে চলেছে, চতুর্দিকে চন্দ্রমল্লিকার সাতরঙা উজ্জ্বল হাসি, আর মেপল পাতায় আবীরের লাল-গোলাপী ছোঁয়া লেগেছে। এখনও বুনো হাঁসদের ডাকাডাকি আর পান্নার বনের ধারে নীলকান্তমণি-রঙ জলের খোঁজে তাদের দক্ষিণের অভিযান তেমন ভাবে শুরু হয়নি - কারণ এবার পূজো অনেক তাড়াতাড়ি আসছে। তবু অনেক দূরের অনেক স্মৃতির ডালাভরা শিউলি, স্থলপদ্ম আর কাশফুলের বদলে অটাওয়ায় তো এইগুলোই আমাদের মনের দোতারায় আগমনীর মনকেমন-করা সুর বাজায়। যেমন বেলপাতার বদলে আমরা মেপল পাতা ব্যবহার করি, খানিকটা তারই মত। দেশান্তরীর পূজা-কমিটীর তত্ত্বাবধানে সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতি চলেছে । নানা বিভাগের ভার যাঁদের ওপর তাঁদের এখন নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। পূজা আর নৈবেদ্য থেকে শুরু করে মঞ্চ তৈরী, প্রতি বেলায় আনন্দভোজের আর প্রতি সন্ধ্যায় জন-বিনোদন-মনোরঞ্জনের আয়োজন, এ সব কিছুই যথাযথভাবে ছুটে চলেছে। অন্যেরা অর্থাৎ যাঁরা সোজাসুজি এই সব কিছুতে জড়িয়ে নেই, তাঁদেরও উত্তেজনার শেষ নেই। কি নাটক হচ্ছে এবছর, কে পরিচালনা করছে, কারা অভিনয় করছে এইসব জল্পনা-কল্পনায় ঘরোয়া আসরগুলো সরগরম।

আমাদেরও একটা ছোট্ট দায়িত্ব আছে: শিশু ''লিপিকা''কে সাজিয়ে গুছিয়ে পূজায় সবার হাতে তুলে দেওয়া। অন্যান্যবারের মত এবারকার লিপিকাতেও প্রাচুর্য না থকলেও আছে বৈচিত্র। তথ্য-সমৃদ্ধ প্রবন্ধ থেকে কৌতুকের আলো-ঝলমলে ছোট গল্প, কবিতা, গান, গভীর অর্থপূর্ণ ছবি কিছুরই অভাব নেই। আছে শিশু, কিশোর-কিশোরী সদস্যদের চমৎকার লেখা, আঁকা। আর আছে আমাদের কন্যাসমা এক শিল্পীর ক্যামেরায় তোলা কিছু অপূর্ব সুন্দর ছবি।

একটা অনুরোধ করব এই সুযোগে। দেশান্তরীর সদস্যদের মধ্যে সহস্র গুণের সমাবেশ, এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু ছোট-বড় সবার উৎসাহ আর অকৃপণ অংশগ্রহণ নইলে লিপিকার সাফল্যের ক্রমবিকাশ অসম্ভব। তাই একান্ত অনুরোধ করছি সবাইকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে। স্থানীয় লেখক-লেখিকাদের লেখা পড়তে তো হবেই, সে লেখা দেশের বড় বড় লেখক-লেখিকাদের সৃষ্টির সমগোত্রীয় না হলেও। করতে হবে শিল্পীদের ছবির সমাদর। এছাড়া নিজেদেরও লিখতে হবে, ইংরেজী অথবা বাংলায়। প্রাণ ভরে। একটা ভাল সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে সবাইকেই, ব্যক্তিগত প্রশংসার আশা না রেখে। ঠিক এই ধরণের নামহীন, অযাচিত, আন্তরিক ও অমুল্য সহযোগিতার জন্য আদিত্য চক্রবর্তী (সর্ব ঘটে কাঁঠালী কলা) এবং নন্দিনী সেনগুপ্তকে (web master) জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ - তা না পেলে 'লিপিকা' বাঁচত না। শুভায়ণ দূরে গিয়েও তার আঁকা প্রচ্ছদ দিয়ে লিপিকাকে সমৃদ্ধ করেছে, তাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ।

সবার হয়ে প্রার্থনা করি পূজার কোলাহলে যেন ভুলে না যাই দুর্গা পূজার অন্তর্নিহিত আদর্শ। আমাদের এই দেবতারা যে সর্ব-শক্তি-প্রদায়িনী সর্ব-শক্তি-মিলিত একতার (দুর্গা), নির্মল জ্ঞান-বিদ্যা ও শিল্পের (সরস্বতী), সিদ্ধির পথ-প্রদর্শক ও বিঘ্ন-বিনাশক ধৈর্যের (গণেশ), শৌর্য-বীর্য ও সাহসের (কার্তিক) আর দানসমৃদ্ধ ঐশ্বর্যের বা প্রকৃত শ্রীর (লক্ষী) প্রতীক সে কথা যেন মনে রাখি, যেন নিজেদের জীবনে তার সত্যিকারের পূজা করি। সুর আর অসুরের চিরকালীন দ্বন্দ যে আসলে আমাদের মনেরই মধ্যে - কে জিতবে তা যে নির্ভর করে আমাদের শুভবুদ্ধির উপরে, সে কথা কখনও যেন ভুলে না যাই। তা নইলে পূজা করাই যে ব্যর্থ। ''তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি'', কবির এই সাবধান বাণী আমাদের পথে মাঙ্গলিক আলো জ্বেলে দিক।

সব শেষে সবাইকে জানাই আমার শুভকামনা। শুভায় ভবতু ।।

ডক্টর ঝর্ণা চ্যাটার্জী,
সম্পাদিকা, লিপিকা।

Lipika: Durga Puja Edition, 2009
Letter from the Editor

Once more the tell-tale signs are everywhere: the Maple leaves have been touched by pink and red abeer; the feathery, white wisps of cloud are replacing the dark storm clouds, or so we hope! We are gearing up to celebrate Durga Puja with all our traditional activities: the priests are scheduling their participation in the Puja; the cultural activities have been planned; rehearsals are in full swing. The Puja preparation coordinator has made phone calls requesting volunteers to make sandesh and naroos for naibedya; the food coordinator is recruiting team leaders and volunteers for serving; the brochure coordinator is trying for advertisements; and last but not the least, the President and Vice-Presidents are looking at the budget and "checking it twice" as they are hoping to complete all the festivities with a black bottom line. A few of us, however, are busy with publishing our fledgling web-magazine, Lipika.

Like the previous editions, this one is also rich in its diversity – and offers a wide range of items, from fact-enriched articles to sunny, fun-filled stories and songs and poems, paintings, as well as outstanding submissions from our young members including a small sample of magnificent photos taken by one of our young members. No one should miss them!

I would like to take this opportunity to request Deshantari's numerous talented members – young and young-at-heart – to send us their contributions for Lipika's next edition (targeted for sometime around Rabindra-Jayanti). This is a forum for sharing literary and artistic creations with local connoisseurs, and greater participation is the only way for this web-magazine to flourish. Without readers' enthusiasm for appreciating local writers' creations and potential contributors' willingness to participate, "Lipika", this worthwhile cultural entity, cannot grow. My special thanks to Aditya Chakravarti (all-round help) and Nandini Sengupta (web-master) for their abundant enthusiasm and sincere assistance to make it possible for Lipika's continued existence. I am also grateful to Shubhayan Roy, who no longer lives in Ottawa, but has never failed to take time to design an attractive and appropriate cover page for Lipika from the very first edition.

My prayer to Ma Durga for all of us: May we always hold the underlying significance of Durga Puja in our hearts. May we remember the infinite power of united strength (Durga), of learning and knowledge (Saraswati), of graceful

wealth and giving (Lakshmi), of perseverance that removes all obstacles and leads to success (Ganesh), and valour in the face of destructive crisis (Kartik) - attributes that our deities symbolize. Above all, may we never forget that the struggle between good and evil is ultimately within ourselves, and only we can decide who would win. Without following these ideals, Puja becomes merely a meaningless, materialistic series of rituals.

I will end this letter with my very best wishes to you all. Let our thoughts and deeds be auspicious!

Dr. Jharna Chatterjee
Editor, Lipika

২০২০
ঝর্ণা চ্যাটার্জী

আমাদের ভোলানাথ শিব যুগে যুগে তাঁর আশুতোষ স্বভাবের জন্য অনিচ্ছায় অনেক ঝামেলা বাধিয়েছেন যাকে তাকে যা খুশি তাই বর দিয়ে। স্বর্গের সিংহাসন আনেক বার যায় যায় এই অবস্থা হয়েছে, দেবরাজ ইন্দ্র তখন আকুল হয়ে জনে জনে দরবার করে যুদ্ধ-টুদ্ধ বাধিয়ে কোন মতে ইন্দ্রত্ব বজায় রেখেছেন। কিন্তু এবার বুঝি আর শেষ রক্ষা হল না। ব্রহ্মার সেরা সৃষ্টি মানুষ বুঝি আর ধরা ধামে থাকল না। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি তাহলে।

এই ধরুন ২০১০ নাগাদ বড় বড় সব পদার্থবিদরা প্রচণ্ড আলোচনা এবং গবেষণা করে চলেছেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে কি ভাবে সেই রসালো বিষয়টি নিয়ে। কেউ বলছেন মাধ্যাকর্ষণ জিতবে, সব সৃষ্টি এক বিন্দুর মধ্যে ঘনীভূত হবে, আর সেই মহা চাপের ফলে আবার মহা বিস্ফোরণ অর্থাৎ Big Bang থেকে কেঁচে গন্ডুষ হবে। অন্য কেউ কেউ বলছেন, আরে না, না, জিতবে তো সেই মহা বিস্ফোরণ, সেই যে বারমুখী হল অণু পরমাণু - আর কি তাদের ঘরে মন টেঁকে? সেই যে কি একটা কবিতা আছে ''হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'' সেই কবিতাটা সমস্বরে আবৃত্তি করতে করতে আরও আরও দূরে ধেয়ে চলেছে তারা কোনও পরিণতির কথা চিন্তা না করে, আর সেইটাই হবে কাল। সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে মহাকাশে মিলিয়ে যাবে, আর কোনও চিহ্ন থাকবে না। আর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই যদি না থাকে, তাহলে মানুষ আর কি করে থাকবে? আসল ব্যাপারটা - অব্যবহিত পরে যেটা হবে সেটা অবশ্য এঁদের কারোই মাথায় আসেনি। সেই বৃত্তান্তই বলছি এবার।

ওদিকে কিছু পরম ভক্ত লোক ভক্তি ভরে পূজা অর্চনা করে চলেছে আর প্রার্থণা করে চলেছে ''ঠাকুর, টাকা পয়সা বেশি করে দাও, ইনফ্লেশনে যে সব জিনিসের দাম অগ্নিমূল্য হয়েছে। আর তাছাড়া এই রিসেশনের মধ্যেও কিছু লোকের বড় বাড় বেড়েছে, তাদের সাথে আর পাল্লা দিয়ে কুলোতে পারছি না।'' তো প্রথমে তারা গেল ব্রহ্মার কাছে। হাজার হলেও তিনি পিতামহ, senior-most - তাঁর সম্মান আলাদা। ব্রহ্মা ধৈর্য ধরে সব শুনে-টুনে বললেন ''দেখো বাছারা, টাকা পয়সার ব্যাপারটা আমি তেমন ভাল বুঝি না, তোমরা শ্রীমতী লক্ষ্মীকে ধর।'' লক্ষ্মী সব বৃত্তান্ত শুনে টুনে বললেন, ''টাকা তো আর গাছে ফলে না, এটা কলি যুগ। আবার কুবেরকে লিখিত আদেশ দিতে হবে, লেখাবার জন্য গণেশকে ধরতে হবে, নিজে গিয়ে আমার id আর এই আদেশের কারণ দেখাতে হবে, না হলে কুবের টাকা বার করবে না। আজকাল ঐ stimulus package, terrorism আর organized crime-এর জন্য অনেক বেশি কড়াক্কড়ি হয়েছে টাকা পয়সার লেনদেনের ব্যাপারে । তবে তোমাদের অপছন্দের লোকেদের যদি ঢিট করতে চাও তো আমার মা'র অর্থাৎ দেবী দুর্গার কাছে একবার যাও, এই ব্যাপারটা দুর্গতি বিণাশের আইনের আওতায় যদি ফেলতে পার, তাহলে কাজ হলেও হতে পারে।'' সবাই অগত্যা চলল মা দুর্গার কাছে। কিন্তু মুশকিল হল ওই ''সর্ব মঙ্গল্যে'' ক্লজে। মা দুর্গা বললেন ''দেখো, আইনতঃ ওই সব লোকেদের মঙ্গলটাও তো আমি না দেখে থাকতে পারি না, শেষকালে পক্ষপাতিত্বের দায়ে আমার দেবীত্ব হারাব। জানো তো সোনিয়া

সোডোমায়ারের ঘটনাটা! Sorry, আমার হাত-পা বাঁধা। তবে একটা পরামর্শ দিচ্ছি, off the record, তোমরা শিবকে গিয়ে ধর, আসলে উনি মানুষ, থুড়ি, দেবতাটি ভাল, ওঁর ভাল mood-এ থাকলে উনি কিছু করলেও করতে পারেন ।''

ক্ষুণ্ণ মনে ''তবে তাই করি'' বলে ভক্তবৃন্দ তখন শীতের জামা-কাপড়, জুতো ইত্যাদি জোগাড় করে কৈলাস অভিমুখে যাত্রা করল। শিব তখন গাঁজা সুখ-সেবন করে দিবানিদ্রায় একটু গা এলিয়েছেন। হঠাৎ ঘুম ভাঙালে আবার মদনের দশা যদি হয় সেই ভয়ে ভয়ে ভক্তরা ধর্ণা দিয়ে পায়ের কাছে বসে রইল এক যুগ। পায়ের কাছে বসল এই ভেবে যে বুদ্ধিমান অর্জুন ঐভাবে সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে নিজের ড্রাইভার বানিয়েছিল অত বড় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। যাই হোক যথাসময়ে শিব ঢুলু ঢুলু চোখ মেলে তাকালেন। এত বড় delegation দেখে বুঝলেন ছোটখাট আবেদন নিয়ে এরা আসে নি। বুড়ো আঙুল আর মধ্যমা দিয়ে তুড়ি মেরে, হাই তুলে জিজ্ঞেস করলেন, ''কি চাই তোমাদের?''

একজন পাণ্ডা মত ভক্ত এগিয়ে এসে তাঁর ধূলোমাখা পা থেকে এক খাবলা পদধূলি নিয়ে মুখে আর মাথায় মেখে বলল ''হে দেবাদিদেব মহাদেব, আমাদের একটা ব্যবস্থা কর প্রভু! টাকা পয়সার কষ্ট না হয় সহ্য করা যায়, তা ছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার মা লক্ষ্মীর পূজো করলে আর পুরুত মশাইকে ভাল করে দক্ষিণা ধরে দিলে কোনওমতে দিন চলার মত রসদ জোগাড় হয়ে যায়। কিন্তু প্রভু, এই যে কিছু লোক যাদের দু চোক্ষে দেখতে পারি না, তাদের যখন বিশাল বাড়ী, ঢাউস গাড়ী, আরও কত রমরমা দেখি, তখন যে বড়ই কষ্ট হয় বাবা! না দেখেও পারি না, আবার দেখলেও গা জ্বলে যায়। তুমি একটু দয়া কর বাবা, তাহলে .....'' কথাটা লোকটি শেষ না করলেও শিব তো সেদিনের খোকা নন, ঠিকই বুঝতে পারলেন তাদের আবেদনের মর্মার্থ।

শিব জটাতে তা দিলেন দু-এক মুহূর্ত চোখ বুজে। তারপর প্রসন্ন হেসে বললেন, ''তোমরা খুব ভাল সময়ে এসেছ। আজ নন্দী বড় ভাল সেজেছিল গাঁজার কলকেটা। তার আগে সিদ্ধির সরবৎটাও বানিয়েছিল ভাল। দুর্গা আগে ভাগে তাঁর বাপের বাড়ী গেছেন কয়েকটা দিন বেশি থাকবেন বলে। এই সময় ছেলেমেয়েদের পড়া আর activities একটু কম। গোলমাল কম থাকায় আমার বিশ্রামটাও ভাল হচ্ছে, মনটাও ভাল আছে । তাই তোমাদের এমন একটা অত্যাশ্চর্য বর দেব যে আর কখনও তোমাদের অপছন্দের লোকদের দেখে কষ্ট পেতে হবে না। শোন, বর দিচ্ছি যে তোমরা যাদের কথা মনে মনে ভাববে আর নমো শিবায় বলবে, তারা সংগে সংগে ছাই হয়ে আকাশে-বাতাসে আর মহা শূন্যে মিলিয়ে যাবে। কোনও রক্ত না, কোনও gun- residue না - কোনও mess না। কেমন, খুশি?''

সুধীগণ, এবার বুঝে নিন কি হোল তার পর। কোনও একজন মানুষেরও নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ঠিক শতকরা ১০০ ভাগ ভাল লাগল না, এবং কাউকে একটুও অপছন্দ হলেই ''নমো শিবায়'' বললেই আর কোনও ঝামেলা রইল না। মজা হচ্ছে যে ব্যাপারটা সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বৈজ্ঞানিকদের তো এরা অনেকেই দু চোক্ষে দেখতে পারত না। তাই তাঁরাও রেহাই পেলেন না। আস্তে আস্তে সারা পৃথিবীতে শুধু পড়ে রইল কিছু ছাই - মানুষ বলে একটা প্রাণী যে ছিল কোনদিন, তার চিহ্নও থাকল না কোথাও। ব্রহ্মা যদিও পুংলিংগ-স্ত্রীলিংগ মিলিয়ে, নাহলে আর তাঁর অণ্ড মানে ডিম কি করে হবে, আর দাড়িই বা কি করে থাকে, তবু বার বার অত ঝামেলার মধ্যে যেতে কি তিনি রাজী হবেন? মানে আবার নতুন করে মানুষ সৃষ্টি করা তো আর চাট্টি খানি কথা নয়! বিশেষতঃ এমন কাণ্ডের পরে।

Devi as Mother Kali In Hinduism

Dr. Sourendra K. Banerjee

1. **Introduction**: Divinity is designated as Brahma(n) which means Immensity (of beings, ideas, etc), the root “Brh” means to grow or burst forth. Brahma is the source, sustenance and finality of all those were, are or ever will be. Gender free, ‘That’ is unqualifiable (Nirguna) as well as qualifiable (Saguna), more aptly they describe Brahma as perfect quiescence or tranquility, though (potentially) infinitely powerful. Om/Aum (Aumkar, Shabda Brahman/Sound God and Shaiva/Shakta term Spanda/vibration) links and leads the ‘Static’ to the ‘Dynamic’ and vice versa. Brahma as Nirgun, Sagun and Om are (Katha Up 1:2 14-16) like “Trinity”: three but One, without second (Ekamebadvitiyam). In Shaiva/Shakta Hinduism ‘Shiva’, ‘Shiva Shakti’, ‘Shakti’ are synonymous with Brahma. The Hindu practice of having ‘Ista Devata’ or Chosen God suggests a personal image of God (Converse concept of: God made man in His own image) is an initial step towards the formless Divinity. Diverse scriptures, their interpretations and numerous rituals and mantras add to help us grasp the multidimensional Truth (scholars explain variously the “One truth”, Rigveda 1.164.46), as Physics, Chemistry etc and their sub branches help us to understand the Science. Shaktism stresses on the designation Shakti (female) who is inseparable from Shiva (male). Shiva is pure Consciousness and Shakti is His Power. Shakti as Spanda makes manifestation of the universe possible without undergoing any diminution.

2. **Consciousness**: It causes or tends to cause the constituent units of a being to move proactively or reactively and form a structure, survive and evolve individually, as well as, collectively. This nature may be mechanical for inanimate and an urge in animate beings. The universe (Jagat = Gam + kyip = that moves) evolved by movements of released energy, which coalesced as subatomic, atomic and molecular particles. In some, they formed proteins, RNA, DNA etc. and eventually human beings evolved. In people consciousness is equivalent to brain functioning that coordinates sense organs, motor organs, breathing, eating, calorie distribution, speaking, hearing and so on. These involve movements of light particles, sound waves etc. It is not fully understood how the brain works, e.g. how it makes sense out of the reduced, inverted images on the eye’s retina. Hinduism hypothesizes that Divinity lodged in beings as “Atman” causes this, though itself, remains unchanged like a catalyst.

3. **Shaiva/Shakta Cosmology**: Divinity (Consciousness) is the material cause of the universe in accordance with the ‘sat karya vad’. This doctrine, (like the conservation of energy) states that any effect is just a rearrangement of the constituent units of its previous causes. Therefore all beings can be traced back to Divinity. Shakti condensed as ‘Bindu’ like the singular point (radius and time going to zero) with infinite energy. Here the primeval power (Adya Shakti) generated 36 Tattvas or primary substances as an amalgam (pinda). These include five divine structures, progressively less subtle, followed by seven semi-divine tattvas: Maya, Kal/Time, Niyati or Niyamavati/Rules etc. and Purusa (‘that lies internally’). Then came 24 mundane tattvas starting with Prakriti with the 3 gunas: Sattva/luminous, Rajah/active and Tamah/Dark and hindering. These gunas generate the remaining 23 (all of Samkhya theory excluding ‘Mahat’) mundane tattvas: Ego, Intellect, Brain-Mind and five sense, five motor organs, five Tanmatras and five Bhutas. All these within the ‘Bindu’ are transcendent. Then the ‘Divine Will’ initiated Kalagni/fireworks of time (cf. Big Bang) releasing huge energy with potential units (gunas) of matter. The gunas’ combinations caused (Parinam) the Universe. In human beings Consciousness hardened into five shells: physical, vital, mental, intellectual and blissful. However ‘It’ remained unchanged in the centre as Atman. This can not shine through because of our past deeds. Bindu is our transit station in journey through life cycles.

4. **Shakti As Devi (Goddess)**: Describing the Intangible Divinity as creator God is symbolization. Hinduism goes further and visualizes Shakti in female forms. Even a physicist like Stephen Hawking acknowledges that mental pictures help understand higher dimensional concepts. Hinduism sees Shakti as Mother, who presides over the emergence of the universe, nourishes and finally dissolves it back. Different scriptural episodes gave rise to a multiplicity of portraits, because ‘one’ may be incomplete for the ‘Infinite One’. A Hindu understands that an idol is merely a ‘Pratik’ - a symbol that moves him /her towards experiencing the Divinity. He prays, practices rituals, invokes presence, worships and finally bids adieu by immersing the spiritless idol in a river. The same detached attitude is encouraged when a dead person is cremated.

Most visual forms (Saraswati, Durga, Laksmi, etc.) present the Devi as benevolent, typified by the model of 'Mani Dvipa’ (Island of Jewels), but the nagging question remains about ‘Evil’. Death and destruction of innocents are common. Hinduism accepts the unavoidable tragedies (man-made or Nature’s ravages) as Niyati. The universe evolves by its laws. The individual’s thoughts, words and actions have consequences. It is our duty to alleviate misery but accept which is beyond us. The goal is to transcend both pain and pleasure. The subliminal message in both Lord krishna’s flute and Goddess Kali’s sword is that we let go our bond (family’s love as well as fate’s tragedies). Krishna as “Man-chore” steals our mind and ‘Dakat’ Kali robs us of attachments.

5. **The Island of Jewels**: Mani Dvipa (plate No. 66, Zimmer And Campbell, Bollingen Series, 1955) presents a lovely, tiny fragile island in the vast ocean. Two Shivas (Nirguna and Saguna) float, the second on top of the other. The oval island is covered by the Goddess 'Tripura Sundari' (The Beauty of the three worlds). She is the creatrix of the universe and its riches. The fragrant trees grant all wishes (Chinta Mani; Kalpa Taru). She is MahaMaya (the great Maya), 'Ma' here means to 'measure out' as in 'Pariman' (quantity) and Aya or Ayam means 'this' (object). Maya is the great power that affirms the world. She holds in her four arms: bow, arrow, noose and goad. The arrow pierces through evil thoughts, requiring strong will suggested by the bow. The noose is the reminder that human beings are fettered. The goad is to tame the animal instincts in us. The Goddess will lead us to true consciousness. To the skeptics the picture of Goddess's 'bounty and beauty' is not realistic. The world abounds with cruelty and injustice. Life feeds on life in Nature but people kill for no reason. The portrait of Kali complements that of Mani Dvipa by presenting the darker side of life. We mentioned Goddess Laksmi, who is worshipped as Goddess of wealth 'Kojagari Laksmi' on the full moon day after Dusserah and a fortnight later on Deepavali day, as 'Deepanvita Laksmi' in the same way except first 'Alaksmi' is worshipped.

6. **References**: Kali is invoked in Agni and Garuda Puranas (both around 600 C.F) for spiritual as well as mundane attainments. In Bhagavat Purana (about 7th-8th cent) the Mother is worshipped by a band of robbers who are perished for killing a saintly person. Kadambari (End of 7th cent) talks about Goddess Kali. In Vakpati's Gaurabaha (8th cent) she is called 'Aparna' who does not eat even a leaf while meditating for lord Shiva. In Chandi she comes out of Durga's forehead and kills the demon Raktavija (who could reproduce himself from even a drop of his blood on the earth) by drinking his blood. This story suggests that as soon as an evil thought comes, it must be destroyed before others can grow. Also in Chandi Shiva creates Kali to destroy the demon Daruka when Parvati fails. Varuna Purana identifies Kali as Parvati. Kausiki says Gouri, Parvati and Kali are the same. Advuta Ramayana (in Oriya) says Sita is Kali. In an architectural text Mansar Silpa (6th/7th century), it is stated that a city is protected by Kali in a temple outside the township. Here she is Tripuresvari, the goddess of three worlds. All these stories point out the Oneness of Shakti though visualized differently. She bears various designations, such as MahaSarasvati when she creates, Mahalaksmi when she nurtures and Mahakali who would finally dissolve us back in Her lap. As Brahmani she bestows us with sentience (Samvit) and the instinct to survive by Rajah guna, as Vaisnavi she endows us Sandhini Shakti (Harmony) by Sattva guna, finally Her Hladini Shakti by Tamah guna disintegrates us back to 'true bliss'.

7. **Kali**: Portrait and Names.: Iconography is the understanding of what an image communicates to the receptive observer. Here is a bold attempt to depict the unfolding of Eternity to emerge as the universe of forms defined on 'space- time'. Divinity is shown as the ocean of consciousness (as in Mani Dvipa). Here Saguna Shiva floats like a shava

(corpse). Shakti arises as the deity presiding over universe's emergence. She is within the frame (the universe) but contains and lords over it. Kali as the flow of time (kal) entangled with space (kala) is the Mother. The foundation (Bhuma) Shiva as Mahakal is Eternity. Her dance (rhythm) on His breast is echoed by William Blake (d.1827) 'Eternity is in love with the productions of time'. This is called 'Viparit Rati' or contrary love. The Mother is on top of Shiva, but the universe is temporal and would dissolve in the ocean of Consciousness. The Mother bites Her tongue, Her created beings' vanity went too far. Kali means black, She is Shyama. Chhandogya Up (8.13.1) says Shyam as colourless blackness represents the undifferentiated Brahma from which the varieties of the universe arise. She is Digambari or Dikpata Dharini i.e. naked (except a waist band and a garland). Digambari (Dik/space +Ambar/clothes) means 'clothed in space'. Dikpata Dharini is the one who wears space as a screen. The mother uses 'space-time' as a screen on which She as 'MahaMaya' stages the show of events out of "non-events" (aghatan ghatan patiyasi). Ma in Maya here negates the externalities of objects. All beings are insubstantial superposition (Adhyayas) on 'Atman'.

Like Mani Dvipa, some images show two Shivas but usually only one is there. Otherwise Kali is a complete contrast to Tripura Sundari, with red blood gushing out from black background. This reminds poet Rabindra Tagore's lines (Chanchala) 'sharp red rays cause varieties of colours rushing out of dark night'. Red is the symbol for both creativity and destruction. Menstruation means fecundity as well as pain. Severed heads in goddess's necklace show the closeness of life and death. In Tagores words 'they are joined together by the thread of blood' (Dhusar Godhuli Lagne). By overcoming the cycle of life and death, one would reach Consciousness.

Mother Kali is waging war against evil and ignorance. She has a sword in her upper left arm. We ought to cut our bond with the profanity of the world and struggle for self development. The lower left arm has the bleeding head of a demon, the devilish nature within us must be destroyed. In 'abhay mudra' the upper right hand holds the flag of fearlessness. She is Kalika, the remover of fear of death (Kal). The lower right hand gestures 'Vara-dana' or boon of Moksa (Salvation). The Mother's flowing hair indicates that her creatures are 'pasha-baddha', fettered souls, because of their deeds in the present and previous incarnations. She would free the deserving ones. Her waist-band suggests the way of desire-less work/Niskama karma. A hand represents work in concert with five karmendriyas, five sense organs and mind. The number of hands on the mother's waist is 11, some times 16 (Pancha Bhutas, or Buddhi etc are added). We must work for the family and humanity, selflessly and all deeds be dedicated to the Mother.

Most people are overwhelmed by the necklace of human heads. A head signifies the transition from life to 'after life'. It is the seat of human consciousness. A head is the location of the brain and sense organs, the throat and tongue help articulation of speech.

Thus, the head can be the link to Divine consciousness. The 49 alphabets are the primary mantras generated by the Vija Mantra Aum. Shiva is the Soul, Kali is speech. She holds the thread of manifested souls. The Mother's garland is a stark reminder that pure consciousness is achievable only by transcending the cycle of life and death (Bhava Chakra). Some descriptions of the Mother's drinking from a human skull symbolize that, we get rid of the delusory world. Kali Theology transforms death, pain and misery to the redemptive theology of Moksa.

8. **Cosmology (Revisited) And Mantra**: Cosmology of section (3) (Bhuta Prapancha) stresses the body-mind structures. A simultaneous complementary 'shabda prapancha' is the development of language. Shabda Brahman as the 'Ataman' is our internal truth where sound remains in the para (Divine) level. The next is Pasyanti or Divine Ideation, in us is a door to Divinity. At Madhyama or middle level, Divine speech is presided by Goddess Bharati (Rigveda I.142), followed by 'suksma vaikhari'(subtle hard) when words inaudibly float (as Goddess Sarasvati) in the firmament. Sages can hear them. In the last state of sthula-vaikhari (hard core) worldly language ('Ila' is in-charge) develops.

Mantra Marga is the way of elevating the worldly language to the highest level. A mantra as sound or word or combination of words saves (Tran) and raises the individual to the Divine level (Author's article in 'Gayatri' of Toronto Kali Bari 2001). It allows Manan or self reflection and establishes resonance with cosmic consciousness. A devotee who understands and meditates on Mantras like Soham, Aham, Sauh, Krim etc and of course 'OM' may, by Divine grace acquire the goal. (i) Soham stands for Sah/He or 'Saah/She and Aham/'I'. This mantra captures the spirit of Vedic 'Mahavakyas' (great sayings) like 'Tattvamasi' (Tat/That +Tvam/you+Asi/are), 'Aham Brahmasmi' ('I' am Brahma), 'Ayam Atma Brahma' (This indwelling self is Brahma) etc. (ii) The mantra Aham also expresses the similar concept. A is the first Sanskrit vowel that stands by itself. As Apurva (unprecedented) and Anuttar (nothing succeeding) A stands for Shiva. AHa, as the set of alphabets A to Ha, represent the primary sound waves generated from OM (Aum) and creates the universe. AHa is Shakti. M (Anusvar written as a dot) is Jivatman where Shiva and Shakti merge. Thus Aham expresses 'Shaiva Trikvad' that Divinity has three coordinates: Shiva, Shakti as Prakiti and Jivatma. The realization of this is salvation. (iii) The mantra Sauh is the combination of Sa or Sat, Au, and Visarga (two dots, one above the other). Sat as existence is the external world. Au stands for 'Abhyu-upagama or acceptance of the cycle of life and death caused by Shakti. Visarga is 'Power' that digests the external world internally and helps accept that external and internal truths are same. (iv) The mantra Krim is especially pleasing to Mother Kali. This is Her Vija/seed Mantra. K Stands for Kali, R for Brahma as well as Prakriti, I stands for delusion and M is the merging of Divinity and Jivatma.

An austere practitioner follows rituals in a secluded crematorium where life is supposed to end and ‘new life’ begins. Even a hardened person would pause here for introspection. The Sanskrit word for funeral pyre is chitayam (chita for short) which combines Chit and Ayam (this), implying consciousness can be realized internally. A householder worships, prays and meditates at home. A simple way would be to perform Bhutasuddhi (see Purahit Darpan), write ‘Krim Hrim’ by using ‘ring-finger’ and utter “Om Kallai Namah”. If possible one can recite Kali Bandana and /or Karpurika stotra. Then one may think of the Mother as Kundalini Shakti (like a coiled serpent) straightening up from Muladhar (through Svadhisthan, Manipur, Anahata, Visuddha and Ajna chakras) to Sahasrar, uttering mantras Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om and Aum. Then one meditates on the mantras Krim, Purnaham, Sauh, Aham, Soham, Aum (all or any). It is good to imagine that the original ‘Kalagni’ is digesting our mundane existence and only Jivatma remains in unison with ‘Shiva Shakti’. The Guru’s guidance should be followed. Hopefully by Mother’s blessing one will realize “Aham Devi Nah Cha Anyasmi, I am Devi and none other”.

Let us bow to Goddess Kali

গাধা দিয়ে শেষ

আদিত্য পদ চক্রবর্তী

প্রবন্ধ বা গল্প লেখা কি সহজ কাজ? মোটেই না - কি লিখব বা কি নিয়ে লিখব সেটাই জানি না। আশা করছি এই না জানার আনন্দেই কিছু একটা করে ওঠা যাবে। কে যেন বলেছিল খালি মাথাতে শয়তানের কারখানা। কারখানাতে শুনেছি অনেক কিছুই থাকে - হাতুড়ী, কাস্তে, নামাবলি থেকে শুরু করে নানা রকমের হাতী - যেমন জলহস্তী, স্থলহস্তী, সবই থাকে। অবশ্য পাতাল হস্তী, নভহস্তী অথবা স্বর্গহস্তী বলে কিছু আছে কিনা আমার জানা নেই। থাকলেও হয়তো থাকতে পারে। আমার অবশ্য পশুজনিত জ্ঞান খুবই কম। অঙ্ক না পারলে মাস্টার মশাই বলতেন গাধা। শুনে শুনে আমার কেন জানি ঋষভকুমার নামটা খুব পছন্দ হয়েছিল। ঘোড়ার জ্ঞানও আমার খুবই অল্প। রেসকোর্সে গেলে কে যে দৌড়ায় তাও আমি ঠিক বলতে পারব না - ঘোড়াকে দৌড়াতে হয় - নাকি আমিই দৌড়ব তাও জানিনা।

আমার ওই দোষ - গল্প লিখতে বসে বিহারী ভাইদের টেনে না আনলে যেন শান্তি হয়না। ওদের না আনলে যেন গল্পের সেই মজা বা মজার রেশ কিছুতেই আসেনা। একে রাষ্ট্রভাষার প্রতি প্রেমই বলুন অথবা বঙ্গভাইদের হিন্দী বলার ক্লেশই বলুন। মনে পড়ে আমার স্ত্রীর পরিবারের রাজস্থান বেড়াতে যাওয়ার ঘটনা। এটা আমার স্ত্রী হওয়ার আগের ঘটনা - তখনও আমার স্ত্রী অস্ত্রীই ছিলেন। সামনে এক তালাও যাকে কিনা বলে পুকুর - তখনও আমার হননি কিন্তু হব-হব শ্বশুর মশাই পান্ডাকে জিজ্ঞাসা করলেন - ইয়ে পানী গভীর হ্যায়? পান্ডা মহাশয় হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন - "গভীর" ওহ্ ক্যা হ্যায়? গভীর জানতা নহী - গভীর মানে হচ্ছে - মানে হুয়া - মানে হাম কেয়া ডুবে যাব এই জলমে? হামি সাঁতার জানতা না সেই লিয়ে পুছতা। ও -সমঝা আউর পুঁছ - নহী নহী - পুঁছ তো সির্ফ কুত্তা, বিল্লী এহি সব কো হোতা হ্যায় - আদমী কে পুছ কিঁউ হোগা?

ভাগলপুরের বসত বাড়ী থেকে প্রায় চার-পাঁচ মাইল দূরে আমাদের একটা চাষ-বাসের জমি ছিল - যাকে কিনা ইংরেজীতে বলে farm land. জায়গাটার নাম সুরাবান - মন্দারহিল যাওয়ার রেললাইনের উপর। এই মন্দারহিল এবং বরারীঘাট যাওয়ার রেল ভাগলপুর স্টেশন থেকে শুরু হয়েছে বলে ভাগলপুর ইস্টিসন হ'ল বড় সড় জাংসন ইস্টিসন। বলাই বাহুল্য আমাদের ছোটবেলায় গর্বের পরিসীমা ছিলনা। বরারীঘাটের ট্রেন অবশ্য আর নেই -গঙ্গার উপর সেতু হয়ে গিয়ে ট্রেনের দফা-রফা হয়ে গেছে।

সুরাবানের জমিতে চাষ-বাস তো আমাদের কর্ম নয় - সুতরাং মোহনা বলে একজন বটেরদারীতে কাজ করে। বটেরদারী বলতে মোহনা এবং তার পরিবার যা উৎপন্ন করবে সেই জমি থেকে - তার অর্দ্ধেক ওর আর বাকী অর্দ্ধেক আমাদের। অবশ্য ওদের নিজেদের কিছু গোরু, বাছুর, ষাঁড়ও ছিল। গোরুর দুধ বিক্রী করত আর ষাঁড়দের চাষ-আবাদের কাজে লাগাত।

মোহনা যদুবংশীয় অর্থাৎ কিনা বিহারে যাদের বলে গোয়ালা। এখন বিহারে প্রচলিত আছে গোয়ালাদের নাকি চল্লিশ বছরেও বুদ্ধি হয় না। এতে কিন্তু ওরা খারাপ কিছু ভাবেনা কারণ ওদের ধারনা অন্যরা চল্লিশ কেন আশী বছর বয়স হলেও বুদ্ধির দিক থেকে আরোও খাটো -যাকে কিনা বলে বুদ্ধির দিক থেকে একটু challenged.

এখন ব্যাপার হচ্ছে যে মোহনা রোজ সকালে ওর গোরুর দুধ দুয়ে বালতিতে করে সাইকেলে বা মাঝে মাঝে হেঁটে দুধ বিক্রী করতো। আমাদের বাড়ীতেও ওর কাছ থেকে দুধ নেওয়া হত। দুপুর দুটো কি আড়াইটের সময় দুধ বিক্রী করে ও সুরাবানে ওর বাড়ী ফিরত। বলাই বাহুল্য যখন বাড়ী ফিরত খুবই ক্লান্ত হয়েই বাড়ী ফিরত।

অন্য দিনের মত মোহনা একদিন বাড়ী ফিরছিল - খুবই ক্লান্ত। সে ঠিক করল মন্দারহিল রেল লাইনের পাশে খেজুর গাছের তলায় একটু জিরিয়ে নেবে। সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া, খেজুর গাছের ছায়া, চড়চড়ে রোদ্দুর, ফিঙে আর ঘুঘু পাখীর ডাক - কার না আমেজ আসে! মোহনার ও এল- আর মন্দারহিলের রেললাইনকে পাশবালিশের মত জড়িয়ে মহানন্দে ঘুমিয়ে পড়ল। আড়াইটের আপ ট্রেন এসে চলে গেল কু ঝিক-ঝিক করতে করতে ভাগলপুর জংশনের দিকে। পৌনে তিনটে নাগাদ মোহনার ঘুম ভাঙল - "বহুৎ দেরী হই গেলে রে বাপ্" বলে ধড়মড় করে উঠে পড়ল দুধের খালি বালতি কাঁধে নিয়ে। হঠাৎ পায়ের দিকে তাকিয়ে, খুব ঘাবড়িয়ে গিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমাদের বাড়ীর দিকে ছুটে চল্‌ল। বড়দার সামনে এসে -যুগল বাবু, যুগল বাবু করতে করতে - "বাপরে বাপ ই কি হোই গেলে -অব হমরা কি হোবে" - বলে চ্যাঁচামেচি লাগিয়ে দিল। বড়দা বললেন - "কি

হয়েছে?” “আরে যুগল বাবু, টিরিন তো চল্লি গেলে - আওর হমরা অঙ্গুলি ভি চল্লি গেলে”। দাদা দেখলেন মোহনার ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল নেই - ট্রেনের চাকায় কাটা গেছে। আর মোহনা সেটা টের পেয়েছে ট্রেন চলে যাবার পোনের মিনিট পরে - যখন কিনা তার ঘুম ভেঙেছে। “বেটা - চালিস সাল উমর হই গেলে - আউর বুদ্ধি নহী আইলে আভিতক” বলে দাদা ওর দিকে তাকালেন। “আরে যুগল বাবু বুদ্ধি কাঁহা সে আইবে - হমার উমর তো চালিস নহী - অঠতিস হই গেলে - চালিস মে তো দু সাল আউর বাকী ছে।

এ তো গেল মোহনার গল্প। এবার আসা যাক দিপনার ব্যাপারে। দিপনা আমাদের ভাগলপুরের পাড়া নয়াটোলা ভিখনপুরের রিক্সাওয়ালা - বাঙালীরা যাকে বলেন রিক্সো! দিপনা রিক্সাওয়ালা হলে কি হবে - প্রচন্ড ভাল ঘুড়ির সূতোতে মাঞ্জা দিতে পারত। তাছাড়া প্যাঁচ খেলতেও ওস্তাদ। সুতরাং দিপনাকে না হলে আমাদের চলত না। আমাকে বলত ছোটাবাবু - আর আমার অনুরোধ কখনও ফেলতে পারতনা - এমনকি - সকাল দশটায় যখন রিক্সার সবচেয়ে বেশী চাহিদা তখনও আমি বললে সব ছেড়ে আমাদের সঙ্গে ঘুড়ির সূতোয় মাঞ্জা দিতে অথবা ঘুড়ি ওড়াতে চলে আসত।

আমাদের বাড়ীর সামনে একটা বিরাট ফাঁকা মাঠ ছিল। সবাই বলত বাড়ার মাঠ - কেন কে জানে। সেই মাঠের একপাশে এক কালের মিশ্রা জমিদারদের (মিশিরজী) এক পোড়ো বাড়ী ছিল। তার সামনে ছিল একটা বড় বেলগাছ। সবাই বলত সেটাতে নাকি একটা ব্রহ্মদত্তিও থাকে। সেই মিশিরজীদের এক উত্তরাধিকারী বসন্ত মিশির পাড়াতে মাতলামী করে ঘুরে বেড়াত। যাই হোক সেই বসন্ত মিশিরের গল্প পরে আবার বলব।

এখন সেই বাড়ার মাঠের আরেক পাশে একটা শুকনো কুয়ো ছিল - জল টল কিছু নেই। সেই মাঠে নতুন মাঞ্জা করা সূতোয় খুব ঘুড়ি ওড়ানো হচ্ছে। দিপনা আবার ঢিল দিয়ে প্যাঁচ খেলতে ভাল বাসেনা। ঘিচম-তাড়ী করে প্যাঁচ খেলাই ওর পছন্দ। ঢিল দিয়ে অথবা ঘিচম-তাড়ী করে প্যাঁচ খেলাটা যে কি বস্তু তা না বললে হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন না - আর না বুঝলে গল্পটাই জমবেনা। গোঁত্তা মেরে, ঘুড়িকে লাট্টু ঘুরিয়ে অন্যের ঘুড়িতে প্যাঁচ লাগাতে হয় - তারপর ঘুড়ির সূতোকে ঢিল দিয়ে যেতে হয় যতক্ষণ না একজনের সূতোর ধারে অন্যজনের সূতো কেটে যায়। সূতো ছাড়তে ছাড়তে একসময় অন্যদের সূতো কেটে গেলেই ভো-কাট্টা বলে চ্যাঁচাতে হয় - তাতেই আনন্দ। এটা হল ঢিল দিয়ে প্যাঁচ খেলা - এতে কেটে গেলে বেশ অনেকখানি সূতোই চলে যায়। অন্য দিকে প্যাঁচ লাগার পর খুব তাড়াতাড়ি ঘুড়ির সূতোকে গুটোতে থাকলে যার ঘুড়ির সূতো বেশী মজবুত

এবং যে খুব তাড়াতাড়ি সূতো গোটাতে পারে তারই জয়জয়কার। ঘুড়ি কেটে গেলেও কম সূতো নষ্ট হয়।

দিপনা যে ঘিচম-তাড়ীতেই মস্তান তা তো আগেই বলেছি। সেদিন শীতকালের সকাল - আকাশ পরিষ্কার, সুন্দর রোদ্দুর আর পরীক্ষাও হয়ে গেছে তাই দিপনা, আমি আর পাড়ার কিছু যারা দিপনার গুণগ্রাহী সবাই গেছি বাড়ার মাঠে। সামনেই একটা ঘুড়ি উড়ছিল - দিপনা লাগাল তাতে একটা প্যাঁচ। তারপর হু-ই-ই করে নিজের সূতো টানতে লাগল। আমরা তো সবাই সামনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি - হঠাৎ দিপনার প্রচন্ড জোরে ভো-কাট্টা বলে চিৎকার। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি অন্য ঘুড়িটা লাট খেতে খেতে কেটে পড়ছে। পিছনে তাকিয়ে দেখি দিপনা নেই - কি ব্যাপার! ওমা, দেখি ঘিচম-তাড়ী করতে করতে সূতো তো গোটাচ্ছিলই- আর সেই সঙ্গে নিজেও পিছু হটছিল। সেটা যাতে আরোও জোরদার হয় সে জন্য রীতিমতন তাড়াতাড়ি সরছিল। সেটা করতে গিয়ে সেই শুকনো কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে। তাতেও কিন্তু সে সূতো গোটান ছাড়েনি - কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েও সূতো টেনে যাচ্ছে আর ভো-কাট্টা বলে চ্যাঁচাচ্ছে।

আমাদের ভাগলপুরের বাড়ীতে কোন বিয়েই ছবিদাকে ছাড়া হয়না। ছবিদা রান্নার সব ব্যবস্থা - যেমন ভিয়েন থেকে শুরু করে মাছ কেনা, সব্জী-মশলাপাতি থেকে নিয়ে ঠাকুর জোগাড় করা, মাছের কালিয়া থেকে শুরু করে বেগুন-পটল ভাজা ইত্যাদি মেনু করা - সব একাই সামলাতেন। শুধু রান্না কেন - সামিয়ানা থেকে খাবার জলে কেওড়া মেশানর তদারকি সব করতেন এবং করতে ভালবাসতেন। এটা ছবিদার পেশা ছিলনা - এটা ছিল নেশা। এত সব করার পরেও খুব কড়া নজর রাখতেন সব দিকে। ওঁর নজর এড়িয়ে একটা লেডিকেনি, কি একটা মাছের মুড়ো অথবা একটা পটল ভাজা সরানর উপায় ছিলনা।

সুতরাং ছবিদার পরামর্শ ছাড়া খাওয়া-দাওয়া বা অন্যান্য ব্যবস্থা কিছুই হয়না। একদিন বাবা বললেন - “যা তো রে - ছবিকে এই দশপাতার ফর্দটা দেখিয়ে আনতো”। ছবিদা আমাদের পাড়াতেই থাকতেন - গেলাম। গিয়ে দেখি উঠোনে চেয়ারে ছবিদা বসে আছেন আর পাড়ার নাপিত ওঁর চুল কাটছে। ওঁকে ফর্দটা দেখাতে বললেন - “কিরে গুবলো, অম্বিকাদা পাঠিয়েছেন - পড়ে শোনা তো”। আমি পড়তে শুরু করলাম - বিরাট ফর্দ- তাই প্রায় তিরিশ মিনিট লাগল সব কটা পড়তে। পড়া হয়ে গেলে বললেন - “তুই আমার ডান দিকের কালা কানে সব শোনালি - কিছুই শুনতে পেলাম না - বাঁ দিকে অ-কালা কানে এসে শোনা”!

আমার গল্প প্রায় শেষ - বাদে শুধু এক লাট সাহেবের ঘটনা - আমার নিজের কানে শোনা। দেশে তখন ইংরেজরাজ জমজমাট। লাট সাহেব ডাক্তারের কাছে শুনে এসেছে গাধার দুধ রোজ সকালে খেলে নাকি বুড়ো বয়সেও মেধা ও বুদ্ধির কোন ঘাটতি হয়না। নিজের

বাংলোতে ফিরে এসে চাপরাশিকে হুকুম দিল - “যাও হমরা লিয়ে একঠো গাধা লাও - হামি দুধ পিয়েগা”। চাপরাশি কি বুঝল কে জানে - সারাদিন ঘুরে একটা গাধা নিয়ে এল। সেটা দেখে সাহেব তো চটে লাল। “তুম হমরা মাফিক গাধা কিঁউ লে আয়ে - হম তুমকো মেমসাহেব কা মাফিক গাধা কে লিয়ে বোলা। হমারা মাফিক গাধা কা কিয়া দুধ হোতা হ্যায়।“!!

নাইট্যকার

নন্দিতা ভাটনগর

আজকাল উত্তর আমেরিকার প্রায় প্রতি শহরেই দুর্গা পূজো হয়; নিদেন পক্ষে হয় বিজয়া সম্মিলনী। যখন প্রথম এসেছি এদেশে, শরৎকালের ভোরবেলায় ঘাসের ডগায় শিশিরের ঝিকিমিকি, ঘন নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা দেখে মনটা যে কি ব্যথায় ভ'রে উঠতো, সে কাকেই বা বোঝাতে পারবো আজ। এখনও দেখি শরতের রং ধরে আকাশে; সীডারের বেড়ার গায়ে মাকড়সার জালে শিশির লেগে হীরের কুচি বসানো সীতাহারের মতো ঝলকায়। সেই সঙ্গে বাঙালী মহলে জাগে পূজোর সাড়া। এমন কি ছোট ছেলেমেয়েগুলো অবধি আনন্দে মেতে ওঠে! আগের মতো মন কেমন করবার সময়ই হয়না আমার; মেতে উঠি পূজোর আয়োজনে। তবু সব কিছুর ফাঁকে ফাঁকে ছোটবেলাকার সেই পূজোর দিনগুলো উঁকি মেরে যায়।

চল্লিশের দশক থেকে স্মৃতিটা নির্ভরযোগ্য। ওই সময়ের কোন একবারের পুজোর কথা বলি। যুদ্ধ চলেছে পুরোদমে। জিনিষপত্রের দাম, শুনি অগ্নিমূল্য! আগুনের আবার কি দাম - ভাবি নিজের মনেই। কোলকাতায় জাপানী বোমা পড়েছে কিছুদিন আগে। একদল শহুরে মানুষ বাসা বেঁধেছেন উত্তরবঙ্গের এই ছোট্ট মফস্বল শহরে। ওঁদের ছেলেমেয়েগুলোর সাজ-পোষাক, চাল-চলন, কথাবার্তা ভয়নক রকমের কোলকাতাইয়া! আমদের শহরে বিজলী বাতি, কলের জল কিম্বা আধুনিক টয়লেটের অভাবটা ওদের বড়ই অসুবিধেয় ফেলে। সেটা ওরা নাসিকাকুঞ্চনের মাধ্যমে বেশ ভাল করে বুঝিয়েও দেয়। আমরাও ছাড়িনা। যা কিছু ব্যতিক্রম তার বিরুদ্ধে জোট বাঁধাটা মানুষের জন্মগত অভ্যাস। আজ বিদেশে যে ব্যবহারটাকে 'ডিস্‌ক্রিমিনেশন' বলে সোচ্চারে প্রতিবাদ জানাই, ঠিক সেই পন্থায় আমরাও স্কুলে যাবার সময়ে ওদের উদ্দেশ্যে তারস্বরে ছড়া কাটতাম -'আসুন ইভাক্যু, বসুন ইভাক্যু, এনে দিই পান গুবাকু।' আমি অবশ্য থেকে যেতাম আড়ালে। কারণ - আমার বাবা ছিলেন ওদের সব বাড়ির পারিবারিক চিকিৎসক। তাঁর মারফৎ আমার এই অসভ্যতার কথা মা-পিসীমার কানে পৌঁছে গেলে, কান দুটো খামোখাই লম্বা হয়ে যেতে পারে, সে আশঙ্কা ছিল মনে।

ইতিমধ্যে হয়ে যায় পূজোর ছুটি। হঠাৎই দেখি শেষরাতে গায়ে কাঁথা টানতে হচ্ছে। ভোরের নরম সোনা-রোদ্দুরে ভ'রে যায় হীরেকষের রং ধরা আকাশটা। শিউলি তলায় বিছিয়ে থাকে ফুলের মুক্তো; নাড়া দিলেই হট্টমালার দেশের সেই গাছের মতো, মানিক ঝরায় বুড়ো গাছটা! চিনে কাগজী লেবুতলায় ফোটে ভুঁইচাঁপা আপন মনে। আর পেছনের মাঠে নাগকেশরের ঝরা কেশরের সমারোহ। অন্ধকার থাকতে আগমনী গেয়ে যায় বাউল-বোষ্টমীরা - দেখ গিরিরাণী, ওই আসেন ভবানী

ভুবন আলো করে সিংহ আরোহণে।

জলেশ্বরী কালীতলার চন্ডীমন্ডপে শুরু হয়ে যায় প্রতিমা গড়া। নেহাৎ এক চালচিত্রের ঠাকুর; সাবেকি ডাকের কাজ - তাই দেখি মুগ্ধ হয়ে। সেই 'ইভাক্যু'দের সঙ্গে তখন ভাবসাব হয়ে গেছে; ওরাও থাকে সঙ্গে। শহুরেগুলো এত কাছ থেকে ঠাকুর গড়া দেখেনি কখনও। ধাপে ধাপে কি ভাবে কি হচ্ছে, সেই জ্ঞান দান করে পরমতৃপ্তি পাই আমরা। বলি ওদের - এইটেকে বলে কাঠামো। খড়ের ওপর দড়ি জড়িয়ে তৈরী হচ্ছে ঠাকুরের হাত-পা। তারপর হবে কাদা দিয়ে একমেটে; তারপর খুব মিহি মাটি দিয়ে হবে দোমেটে। সেটা শুকোলে, তবে লাগবে রং। পুরুত মশাই বলেছেন, মায়ের গায়ের রং হবে -অতসীপুষ্পবর্ণ - অর্থাৎ অতসী ফুলের মতো হলুদ রং! সব কাজ শেষ হয়ে যাবে, বাকি থাকবে প্রতিমাদের মুখের কাজ; সে কাজ করবে পটুয়ারা। তারা আসবে মহালয়ার কাছাকাছি অন্য কোন শহর বা গ্রামের বায়না চুকিয়ে। ততদিন ঠাকুরদের মুখের ওপরে থাকবে পাতলা কাপড়ের ঢাকনা। হেড পটুয়া ভালো দিন দেখে, উপোস করে, স্নানের পর খুলবেন সেই মুখের ঢাকনা; একটানে আঁকতে হবে মায়ের চোখদুটি আর অন্য ঠাকুরদেরও। বেঁকে যাবার জোটি নেই; ভয়নক নাকি অমঙ্গল হবে - সেও

বলেছেন পুরুত মশাই! সব শেষে বাব্‌লার (কিম্বা বেলের - ঠিক মনে নেই) আঠা আর রেড়ীর তেল দিয়ে তৈরী তেলঘামে মুছিয়ে দেবে সব ঠাকুরদের মুখ। ব্যস্, সব কাজ শেষ। চমৎকৃত হয় ইভাক্যুরা।

ঐখানেই একদিন 'পাড়ার দাদা'দের আলোচনা কানে এল - এবারে নাকি হ্যাজাক বাতির বদলে 'ডাইনামো' (জেনারেটর) বসিয়ে জ্বালানো হবে বিদ্যুৎ বাতি! ইভাক্যুরা আবার নিল একহাত। বলল - হ্যাঁঃ, ও আর কি। আমাদের কোলকাতায় সিংহের চোখদুটো দপ্‌দপ্ করে জ্বলে-নেভে। মা দুগ্‌গার হাতের চক্রটা ঘোরে বন্‌বন্ করে। যদি বলতো - মা স্বরস্বতীর বীণাটাও বেজে ওঠে বিজলী বাতির কল্যাণে, - তাও বোধহয় বিশ্বাস করে ফেলতাম।

আমার এস্রাজের শিক্ষক মহা উত্তেজিত হয়ে এলেন একদিন। বললেন মাকে - ষষ্ঠির দিন ভোর-সক্কালে, 'মাইক' বসাইয়া অনুষ্ঠান ওইবো, মণ্ডপে। মাইয়াডারে আমি লইয়া যামু। মায়ের প্রশ্নের উত্তরে আরো বললেন রাইমোহন বাবু - পূজার সময় বক্সী বারির বরো জামাই আইতেসেন; হেয় নাকি নাইট্যকার! অনুষ্ঠান হেই পরিসালনা করবেন। - 'নাইট্যকার' আবার কি? ডাক্তার, মোক্তার, এমনকি গণৎকার কথাটাও জানা ছিল; মায়ের ছিল কুষ্ঠি- বিচার করাবার বাতিক। 'মাইক'- সেও এক নতুন কথা! মা জিজ্ঞেস করলেন - ও কি বাজাবে সেদিন? রাইমোহন বাবু ঘাড়টা একদিকে কাৎ করে আমার দিকে একটু চেয়ে, বললেন - ক্যান? শিখাইয়া দিমু একখান্ আশাবরী, ভোরের রাগিণী - ভালোই ওইবো। আমার কাছে তখন আশাবরী আর গোদাবরীতে কোন তফাৎ ছিলনা। পাখীপড়ার মতো শেখাতেন গুরু, আর আমি অকুস্থলে গিয়ে উগরে দিতাম। আমার মতের কিই বা মূল্য? কিন্তু আমার সঙ্গীতজ্ঞা মা দয়াপরবশ হয়ে বললেন- আহা! ওযে বড্ডো ছোট মাস্টার মশাই। আশাবরী ভারি চালের রাগিণী; ও কি পারবে? তার চেয়ে একটা কাজ করুননা - রবীন্দ্রনাথের 'তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি'র সুরতো আশাবরীর ওপরেই। আমি স্বরলিপি দিচ্ছি; শুদ্ধ ভাবে তুলিয়ে দিন, আর সঙ্গে জুড়ে দিন একটা হাল্কা আলাপ। বেশ শোনাবে। ওর কানে ওই সুর আছে; বাজায়ও শুনি নিজের মনে। বাড়িতে শোনেতো প্রায়ই। গুরু কিন্তু মায়ের ওই সৃজনশীল মন্তব্যটা কানেই নিলেন না। বললেন - হঃ! আমি অরে আগামী বস্‌সর উত্তরবঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় নিয়া যামু। অখন আশাবরী বাজাইবে না তো কবে বাজাইবে? তখনকার দিনে গুরুবাক্য ছিল বেদবাক্য; এই ভাবেই গুরুরা চালাতেন তাঁদের প্রচার কার্য।

আরম্ভ হলো তালিম; তার সঙ্গে বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো এলেন তবলচী রাখাল বাবু। নাকের জলে, চোখের জলে হয়ে জীবনটা আমার একেবারে মহানিশা হয়ে গেল! অবশেষে এল সেই প্রার্থিত ভোরবেলাটি - আমার নয়, মাস্টার মশাইয়ের। কাকডাকা ভোরে ঘুম ভাঙ্গলো বোধনের ঢাকের শব্দে। মা নতুন ফ্রক পরিয়ে, সাজিয়ে-গুজিয়ে দিয়ে, কপালে একটা ছোট্ট চুমু খেয়ে বললেন - ভয় পেয়ো না। বাবা, পিসীমা, আমি - সব্বাই থাকবো সামনে। মনে ক'রো আমাদেরই শোনাচ্ছো। মাস্টার মশাই প্রায় হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চললেন আমাকে বারোয়ারি তলায়।

চারিদিক ঝলমল করছে আলোয়। ঠিক যেন কোলকাতা! দড়ি দিয়ে মেয়ে-পুরুষদের আলাদা বসার জায়গা হয়েছে। সেখানে বাবাকে দেখতে পেলাম। ওঁর কোল ঘেঁসে বসাটাই সব চেয়ে নিরাপদ মনে হোল। আসরের একপাশে দেখতে পেলাম পাড়ার শিল্পী-পদবাচ্য দাদা-দিদিদের। ওদের অনুকম্পা এবং অবহেলা মিশ্রিত প্রশ্রয়ও বোধহয় কাম্য ছিল সেদিন আমার কাছে। কিন্তু সে সুযোগও হোলনা। একটি হ্যাঁচকা টানে আমাকে আসরের ঠিক মাঝখানে নিয়ে এলেন রাইমোহন বাবু। একদিক ঘেঁষে, একজন ঋজু ভঙ্গীতে বসে ছিলেন একটা অপরিচিত বস্তুর সামনে। নিশ্চয়ই সেই নাইট্যকার আর মাইক! অন্য দিকে আশা করেছিলাম রাখাল বাবুকে। কিন্তু, ও বাবা! বসেছিলেন শহরের এক বাঘা তবলচী - নাম আজ আর মনে নেই। সর্বনাশ! শুনেছিলাম, তাল কাটলে উনি নাকি আসর ছেড়ে উঠে যান। নেহাৎ বালখিল্য আমি; ওঁর কব্জায় কবলিত হবার সুযোগ আমার হয়নি তখনও। ভয়ে বুকের মধ্যে পড়তে লাগলো ঢেঁকির পাড়। তৎক্ষণাৎ মনস্থির করে ফেললাম - আজ আর গৎ-ফৎ নয়; সারতে হবে সহজে। জোড়-ঝালা সমেত গৎ বাজাবার বখেড়া অনেক।

নাইট্যকারের গলা শুনতে পেলাম - তুমি সবচেয়ে ছোট, তাই তুমিই প্রথম বাজাবে। কি বাজাবে মা? মাস্টার মশাই তখন যন্ত্রটাকে তবলার সঙ্গে মেলাবার জন্য বসে পড়েছেন। সেই দিকে আড়চোখে চেয়ে, শুখনো গলায় একটা ঢোক গিলে বলে ফেললাম - রবীন্দ্র সঙ্গীত - তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি। গুরুর কি অবস্থা হোল, সেটা রইলো আপনাদের কল্পনাতে। নাইট্যকার কিন্তু মনে হোল বেশ খুশিই হলেন। বললেন - বেশ, বেশ। আরম্ভ করো তাহ'লে। নাম আর বয়সটা বলে দিলেন মাইকের সামনে। ধুপ্ করে আমার মাইকটার সামনে বসে পড়ে, যন্ত্রটা তুলে নিলাম হাতে। শুরু করলাম মায়ের মুখে শুনে শুনে তোলা সেই গান -

তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি, ওই গো বাজে,

বাজে হৃদয় মাঝে।

আলাপ, নিজে বানিয়ে বাজাবার বিদ্যে ছিলনা আমার; সে সব কায়দা আর হোল না। আতঙ্কে চোখদুটো বন্ধই করে ফেলেছিলাম। অন্তরার সময়ে ডান চোখটা একটু খুলে দেখলাম, 'বাঘা' বাবু মাথা নিচু করে ঢিমে লয়ে সঙ্গত করে চলেছেন; বাঁদিকে দেখলাম - নাইট্যকারও চোখ বুজে অল্প অল্প দুলছেন। রাইমোহন বাবু কে খোঁজবার চেষ্টা আর করিনি। সামনে দেখলাম মা আর পিসীমাকে - উৎসুক চোখে তাকিয়ে রয়েছেন।

ততক্ষণে মাইকের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের রোমাঞ্চটা ভয়কে ছাপিয়ে উঠেছে। সেই প্রথম শুনলাম, লাউড স্পিকারের (এও নতুন কথা) ভেতর দিয়ে ভেসে আসা নিজের বাজনা! অত্যন্ত পুলকিত হয়ে দু'চারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শেষ করলাম বাজানো। নাইট্যকার চোখ খুলে সস্নেহে বললেন - বাঃ! বড়ো সুন্দর। এমনকি সেই জুজুবুড়ো তবলচীও যেন ঘন গোঁফের ফাঁকে, মুচকি হাসলেন। আর কোন দিকে না তাকিয়ে, পবননন্দনকে হার মানাবার মতো একটি বিরাট লাফে, দড়ির তলা দিয়ে গ'লে পৌঁছে গেলাম বাবার কোলের কাছটিতে।

মাইকটাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে, ততক্ষণে বলতে আরম্ভ করেছেন নাইট্যকার - কবিগুরুর এই গানটিই হোক আমাদের আজকের ভাবধারা। তাঁর সে ভাষণের একটি কথাও বুঝিনি, তাই আজ আর মনেও নেই। কেবল মনে আছে - সুন্দর বাচন-ভঙ্গী আর সুস্পষ্ট উচ্চারণ।

আরও বেশ ক'বছর পরে, আমার স্নাতক জীবনের দ্বিতীয় বছরে, তখন তেভাগা আন্দোলনের যুগ চলেছে। সলিল চৌধুরীর সেই আগুন ঝরানো গান -

হেঁই সামালো, হেঁই সামালো,

হেঁই সামালো ধান হো, কাস্তেটা দাও শান্ হো,

জান কবুল আর মান কবুল,

আর দেব না, আর দেব না,

রক্তে বোনা ধান, মোদের প্রাণ হো।

এ গান তখন আমাদের কণ্ঠে তুলেছে সুরের ঢেউ, জাগিয়ে তুলেছে আমাদের চেতনাকে। সেই সময়ে, আমাদের কলেজের, বাংলার দিক্‌পাল অধ্যাপক, সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় অভিনয় করেছিলাম অত্যাচারী জমিদারের এক জবরদস্ত চরিত্রে। সেটি ছিল 'নতুন প্রভাত' বলে একটি যুগোপযোগী নাটক। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি গিয়ে পার্ট মুখস্থ করবার বাসনায়, মায়ের হাতে ধরিয়ে দিলাম আমার স্ক্রিপ্ট। মা সেটিকে দেখেই চমকে গিয়ে বললেন - ওরে, এযে রাইমোহন বাবুর সেই 'নাইট্যকারের' লেখা! ইনিই তো 'বক্সী বারির বরো জামাই'!

এতদিন পরে জানলাম তাঁর নামটা - সেই যুগের প্রথিতযশা নাট্যকার শ্রী মন্মথ রায়!

নন্দিতা ভাটনাগার।

অটোয়া, ক্যানাডা।

অগস্ট ২০০৯।

****

কয়েকটি কথার অর্থ নতুন যুগের বাঙালীদের জন্য দিলাম। যদি মনে করেন দরকার, তবেই ছাপাবেন। আমার নিজের কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই। এ লেখাটি আনুমানিক ১৬০০ শব্দের। হয়ত একটু কমও হতে পারে। এতক্ষণে অপনের ফাইল দুটো পৌঁছে গেছে। পি, ডি, এফ্ টাতে এক জায়গায় একটু বেশি ফাঁক হয়ে গেছে, ওটা আমার অন্য কপিগুলো থেকে অনুগ্রহ করে শুধরে নেবেন। এখন সামান্য একটু বদলেও গেল লেখাটা; এটা থেকেই দেখে নেবেন।

নন্দিতা।

১। গুবাক্ - সুপুরী।

২। হীরাকষ - কপার সালফেট্ (তুঁতে রংও বলা হয়)

৩। হট্টমালার দেশ - একটি কল্পিত জায়গা - বাঙলা রূপকথার।

৪। ডাকের কাজ - শোলার কাজ।

৫। পবননন্দন - শ্রী হনুমান।

৬। তেভাগা আন্দোলন - জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হবার আগে, চাষিরা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর মাত্র ১/৩ ভাগ ফসল পেত। আর জমিদার পেত ২/৩ ভাগ! তারই বিরুদ্ধে এই আন্দোলন হয়েছিল। এখন জমির মালিক পায় ১/৩ ভাগ।

৭। স্নাতক - আন্ডার গ্র্যাজুয়েট।

প্রণাম জানাই

কৃষ্ণা সরকার ও শিপ্রা মজুমদার

আমাদের পিতা ডাক্তার নগেন্দ্র চন্দ্র দেব ছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত এক নির্লোভ মানুষ। অধুনা বাংলাদেশ অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে বিখ্যাত গোঁসাই পরিবারে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলা স্কুল-কলেজে পঠন-পাঠনের সময় থেকেই দেশাত্মবোধের চেতনায় তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন ও কারাবাস করেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে ছিল গান-বাজনা, যাত্রায় অভিনয় - যার সাহায্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি জাতীয়তা বোধ জাগাবার প্রয়াস করেছেন। এর পর বৃহত্তর স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠায় বৃটিশ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ এনে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করেন এবং তাঁর মাথার দাম ধার্য করেন ৫,০০০ টাকা। স্বভাবতঃই তাঁকে তখন অজ্ঞাতবাস করতে হয়। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে ছদ্মবেশ ধারণ এমন কি সারা রাত কচুরী পানার মধ্যে ডুব দিয়ে আত্মগোপনও করতে হয়। পুলিশের নির্যাতন থেকে তাঁর পরিবারও রেহাই পেত না । প্রায় দুই বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর তাঁরই এক আত্মীয়ের বদান্যতায় তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে হিজলি জেলে শারীরিক অনেক নির্যাতন সহ্য করেন। তাঁর কোমড়ের হাড় পর্যন্ত ভেঙে যায়, যার ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি ভারী কোনও কাজ করতে পারতেন না। ধরা পড়ার পর ১৯৪২ সালে জেলে থাকা কালীন তিনি তাঁর অসমাপ্ত ডাক্তারী পরীক্ষা দেন এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু বৃটিশ সরকার তাঁর রেজিসট্রেশন বাজেয়াপ্ত করেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগসট পরমাকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভের খবর তাঁকে জেলে বসেই শুনতে হয়। ভারত সরকার তাঁকে এবং আর সব রাজবন্দীদের এর পরে মুক্তি দেন।

দেশ দ্বিখন্ডিত হবার পরে তিনি সপরিবারে দক্ষিণ বঙ্গে চলে আসেন ও বিভিন্ন জায়গায় থাকার পর অবশেষে কাঁচড়াপাড়ায় স্থায়ী ভাবে বসবাস এবং জীবনের পরবর্তী অধ্যায় শুরু করেন। বাগমোড়ে নিজস্ব চেম্বার করে ডাক্তার হিসাবে এতদঞ্চলের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার সেবা করেন। দেশপ্রাণ এই যোদ্ধার স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও দীর্ঘকাল কারাবাসের জন্য ভারত সরকার তাঁকে তাম্র পত্র দিয়ে সম্বর্ধনা করেন এবং আমরণ পেনসান প্রদান করেন। স্থানীয় মল্লিকবাগ উচ্চবিদ্যালয় স্থাপনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৮২ সালের ১০ই নভেম্বর তিনি দুই পুত্র ও সাত কন্যাকে রেখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক যাত্রা করেন।

In the Land of Gods
To Orissa with Passion – the Diamond Triangle

Subhash C. Biswas

Orissa is one of a few states of India that can boast of a great history, a great tradition, a rich culture and an admirable diversity of flora and fauna. The influence of religion on the life of the Orissan people is also as remarkable as its history. This uniqueness of Orissa makes it a favourite destination of tourists. Godadhar, Kamalika, Anna, Nabaneeta and Debjyoti have just completed a long tour of Bhubaneshwar, Puri and Chilika. They are now on their way back to Cuttack.

“This has been one fantastic tour that I will never forget,” Deb says. “I can make millions of tours like this and not get bored.”
“I fully agree with you Deb, but I must add that a tour becomes enjoyable if the company is good,” remarks Nabaneeta. “We have an excellent company and I am happy with it.”
“I am much impressed by the remarks of both of you,” says Godadhar. “But I thought that the good experiences you gathered from visiting the Lingaraj, Dhauligiri and Jagannath temples had all got washed out by the water waves of Chilika and the Bay of Bengal. After all, the burden of spiritual virtues might get too heavy sometimes to bear.”
“Our Orissa tour is not over yet,” says Anna. “The next part of the tour program is to cover the Diamond Triangle of Orissa – Ratnagiri, Udaigiri and Lalitgiri. We will start from Cuttack tomorrow morning. If everything goes alright and our energy permits, we will complete this tour in one day.”

The road from Puri to Cuttack via Bhubaneshwar is the life line of Orissa. Godadhar feels driving down this road is itself a good travel experience. But if the traveller expects a super wide highway with a glamorous surrounding, he is bound to be disappointed. To enjoy the ride and have an enriching experience, just amble along this road and feel the pulse of Orissa. But all tourists enjoy their tour in their own way. Anna and Kamalika prefer patronizing the reputable saree stores while Deb and Nabaneeta must check out the wares of the souvenir shops.

Arriving at Cuttack, they are amused to discover what has been waiting for them. Jitendrya receive them with his usual silent smile and a cordial welcoming

gesture. He is a man of a few words and much action what probably makes a man most civilized. According to him, his words are too meaningful to be used liberally and too many spoken words may cause confusion. Godadhar says, "Jitendrya is a good example that shows how silence could mean eloquence." A huge get-together with an extravagant dinner has been arranged by Jitendrya. Their house is beautiful, but more beautiful is the great little temple they have inside their yard. It's a Durgamandir – temple of Goddess Durga. In the evening, people from all the surrounding localities gather at the temple to offer worship and chant *Bhajans* (hymn songs). Loud chanting with louder drum beating makes a high sounding musical episode that attracts more and more people and heightens the spirituality of the occasion, which is further enhanced by the folded hands and all turned-towards-the-deity heads.

Next morning, Baburam, ready as usual well before the specified time, greets everybody saying *Namaste* in his usual modest manner. Everybody boards and the car starts. Baburam navigates the car through the narrow roads of Cuttack until it hits the main road. Anna instructs Baburam to go to Ratnagiri – the first destination.

Ratnagiri

Ratnagiri is a Buddhist site in the Jajpur district of Orissa at an approximate distance of 20 km from Cuttack. After taking exit from the highway, it's a narrow road all the way to the site. The road goes through villages and mostly open fields. It's only about half an hour from Cuttack. Ratnagiri used to be a *Mahavihara* (Buddhist Monastery). The site is like a crown on the top of a small hill which is surrounded by the rivers Brahmani and Birupa. The car stopped at the foot of the hill. From there, one has to climb on foot to the top. From the top, a magnificent panoramic view of the vast plains full of lush greenery comes to sight. There are not too many tourists as in the Jagannath temple or the Konarak temple. A serene and calm atmosphere creates a wonderful feeling. The place is worthy of being a Buddhist *Mahavihara* where the monks can get the seclusion and isolation they need.

Nabaneeta and Deb rush towards the stone plaque near the entrance while the others keep walking to the site. At the gorgeous entrance door, a pleasant surprise greets Godadhar. An old friend suddenly appears before him. Both are taken aback. Of all places on earth and after a very long time, they meet here in a place as isolated as Ratnagiri. Dr. Vaillancourt is a professor of mathematics in a Quebec university. "The world is small and round, isn't it Dr. God?" Says Dr Vaillancourt.
"Yes, only 24000 miles and a little flat at the poles," replies Godadhar. "Have you come here to find Nirvana, Dr. Vaillancourt?"
"I guess I have. But it is hidden somewhere in the stack of ruins."
Nabaneeta and Deb come back and join the team, Godadhar asks, "Have you learnt something from the plaque?"

"Yes", says Deb. The excavation of this site was done in 1960 by the Archaeological Survey of India. The artefacts and relics discovered here give a clear indication that the Ratnagiri Monastery witnessed a phenomenal growth in religion, art and architecture dating from 5th century CE to the 13th century CE. Nabaneeta says the best guess of the pundits is that this monastery was established during the reign of the King Narasimha Baladitya of Gupta Dynasty.

Figure 1 Entrance gate at Ratnagiri (photo by author)

The excavation has unearthed two huge quadrangular monasteries. One of them has been identified as *Sri Ratnagiri Mahavihariya Aryabikshu Sanghasya"*. The entrance door to this monastery, along with its jamb and lintel, is beautifully carved. The walls are adorned with exquisitely carved statues of *Vajrapani* and *Lokeshwara*. These relics serve as proof of the prevalence of Tantric Buddhism or Vajrayana art and philosophy. According to the Tibetan history, Ratnagiri was a great center of *Kalachakratantra* in the 10th century. It could be compared to the tantric center of Nalanda in Bihar. There are some sculptures from Hindu mythology as well – *Kuber*, *Basudhara* and *Kali* are some of them. Inside the complex, there is a spacious courtyard flanked by a number of cells for habitation of monks. On the far end, an impressive 10 ft idol of Lord Buddha in meditation is enshrined in a seclude chamber. Godadhar stands in front of the idol and feels a

powerful influence from the old relic. It surely instils calmness in the mind and awakens a divine consciousness.

The second monastery features a life-size granite statue of Lord Buddha. There is also a beautiful temple dedicated to Lord Krishna. Besides, there are many stupas, the largest one being 17 ft high. Hundreds of miniature decorated votive stupas also attract attention. Deb says the excavation seems to be incomplete. There is still more to be discovered. There is a good museum a little down the hill where one can see hundreds of artefacts. Unfortunately, it is closed on Fridays and today happens to be a Friday.

Figure 2 Ratnagiri monastery (photo by author)

Udaigiri

From Ratnagiri, the next move is to Udaigiri which is about 7 km from here and about 20 km from Cuttack. Udaigiri is the second node of the Diamond Triangle and the largest Buddhist complex of Orissa. The car stops at its last point from where the tourists are on foot. One can get a glimpse of the complex from here on the backdrop of a large hill – a magnificent sight indeed. There is a small tourist booth there, but practically no tourists. Godadhar says, “Looks like we are the only tourists here; I doubt if the site has been properly exploited to match its reputation.”
“As far as I know, the site has been excavated only partially” Says Nabaneeta. “Ironically, the Tourist Bureau of Orissa hasn’t been fair to Udaigiri. But after the excavation is completed, there will be a band wagon of tourists, I guess.”

A gentleman from the booth points out something tourists must see before climbing up. It's a huge well cut out of the rock of the hill with approximately 20 by 20 ft opening. A unique feature of the well is a separate entrance to the well with many large stairs made of stone descending to the bottom of the well. This is amazing; they have never seen such a thing before. This well itself could be a wonderful tourist attraction.

From here, it's an uphill climb for more than half a kilometre. It's a moderate slope with a narrow unpaved walkway. While climbing, one can notice water drainage system - running along the slope of the hill - and many large and small votive stupas. The sculptures belong to the Buddhist pantheon including obviously Bodhisattva figures and Buddha in meditation. Strangely enough, there is no trace of tantric Buddhism in Udaigiri, although it is situated close to Ratnagiri. There are remains of a brick stupa and a brick monastery. A second monastery can be seen but it's still unexcavated. Another interesting remain is that of a little temple of *Mahakaal* (Time without frontier). It's not quite safe to climb to the top of the site, but it surely appeals to the adventurous mind. Once there, one can experience the thrill and get an unforgettable feeling. A still larger hill behind the site constitutes an impressive background. Looking down the hill is another magnificent view – the remains of the site embellishing the lush green slope of the hill.

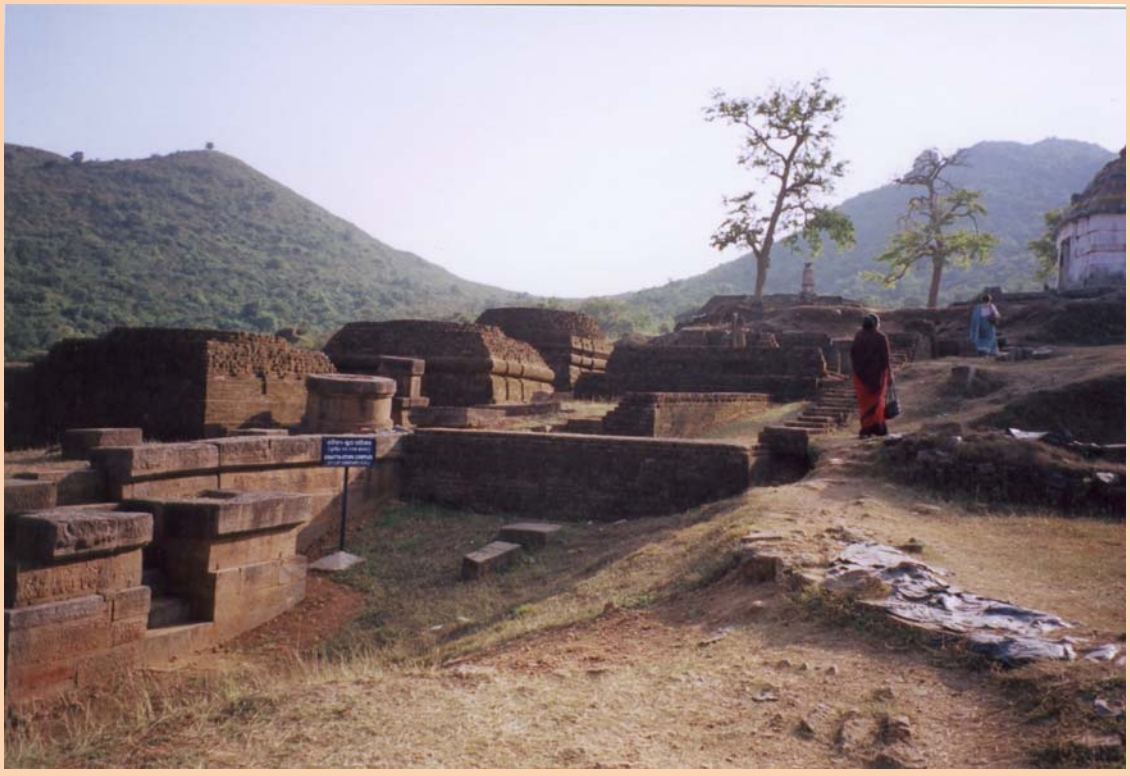

Figure 3 Udaigiri monastery (photo by author)

According to the Archaeological Survey of India, Udaigiri might have flourished between 7th and 12th century. It's the largest Buddhist complex in Orissa. One of the monasteries has been identified by its ancient name *Madhavapura Mahavihara*. In the travel accounts of the Chinese traveller Hieun Tsang, there is a reference of Udaigiri.

Coming down the top of the hill is still more dangerous. It's certainly not for the weak heart. The site is definitely not ready for tourists. Godadhar warns everybody; at least for the next 100 metre down the hill one has to be very careful. Coming down to the bottom of the hill, Godadhar looks back to the top of the hill and feels once again the incredible beauty and the grandeur of the immense complex. Baburam comes forward and salutes. He is ready with the car for the next trip.

Lalitgiri

Lalitgiri is the earliest Buddhist complex of Orissa. It is situated at a distance of approximately 55 km from Cuttack. After about 15 minutes, Baburam takes the high road. It should be another half hour of drive, he says.

Godadhar says, "We are going to see something similar to Ratnagiri, I suppose."
Nabaneeta says it's another ancient monastery, but much older than that at Ratnagiri. It dates back to the 1st century CE. Deb and Nabaneeta visited Lalitgiri not too long ago. The Chaitya hall and a stone stupa at the apex of a sand stone hill as well as many votive stupas are some of the great attractions. Hiuen Tsang gave description of a magnificent stupa on a hill top named Pushpagiri Mahavihara which emitted a divine light. This stupa is believed to be the one at Lalitgiri. Deb says the Lalitgiri museum displays many interesting finds from the excavation. Colossal statues of Buddha, statues of Bodhisattva, and statue of Tara are some of the important exhibits. There is evidence of Tantric Buddhism at Lalitgiri that flourished in the 8th century.

Baburam slows down the car. "Are we there, Babu?" asks Anna. Baburam says there seems to be a problem. We probably can't go to Lalitgiri; some demonstration is going on and the road is blocked. Anna says we must go back and do something else.
"Do you have an alternative, Anna?" asks Godadhar.
"Yes, I have a plan B."
"I knew it; Anna always has two strings to her bow. So what's the plan?"
Anna instructs Baburam to go back towards Cuttack to the ruins of Biratnagar.

Biratnagar

In a desolate area in Chowduar district not far from Cuttack, ruins of an ancient palace have been recently discovered. There are no access roads to these ruins.

The area is fenced all around and is out of bounds for the visitors. Tourists don't come here as it's not yet known to the outside world. Excavations will start sometime in the future. Baburam drives around the fenced off area. Long brick walls with entrance gates are visible from a distance. The palace still proclaims its old glory in the eminence of isolation. It's believed the palace belonged to the King of Biratnagar of Mahabharat fame. Not far from the palace, there is a huge pond believed to be the pond for the royal elite.

About a short distance from this place, there is a very old temple – locally known as *Burhalinga* temple - which is also believed to be the temple of the palace. Queen Sudeshna used to come to this temple regularly to offer worship to her favourite deity. Although in ruins beyond imagination, the temple still looks beautiful. Big and small sculptured figures are scattered all over the site. Some sculptured idols are still embellishing the walls of the temple. There are two wells in the site, of which one is especially remarkable. It has two brick staircases for going down to the water level. It's believed that this well was exclusively reserved for the Queen, where she would take bath before offering worship. In front of the sanctum, there are remains of a big *Natmandir* (hall for the devotees). Raised foundation with tall pillars standing on it is still bearing

Figure 4 Ruins of the palace of King Birat (photo by author)

evidence of big gatherings of devotees and religious festivities. It's amazing that this temple is still in use, and that a priest is engaged permanently who lives

within the site. The local people regularly come here for worship. This temple has been recently declared as a World Heritage Site.

The Sun has just gone down. The twilight sky has a faint soothing colour that has put the day's activities to rest. The wind has gone down to a gentle breeze by the command of an unknown power. The car goes slowly through the rough road wobbling like a boat. Everybody is quiet in the comfort of this heavenly atmosphere. Deb turns toward Godadhar and asks, "Uncle, you have visited many temples for so many years. Tell me, does God exist?"
Godadhar smiles and gives a short answer, "God only knows."

Figure 5 Burhalinga temple (photo by author)

In the Land of Gods
To Orissa with Passion – the Golden Triangle

Subhash C. Biswas

It's a lazy Saturday morning in the month of November. The celebrated first snow has arrived in slow pace. The beauty of Canadian summer and its spectacular autumn colour have all disappeared into thin air. But the *nouveau arrivée* has come with a splash of white wash creating a special kind of beauty that is adored by many and awfully despised by others. Godadhar is looking through a large window of his living room and gazing at the magnificent scene outside, a winter wonderland.

A blanket of soothing soft white snow has covered all that comes to sight – the roads, the roof tops, the lawns and the trees. The dark green needles of the pines and cedars are still trying to show their presence through the overwhelming whiteness. The deciduous trees with their leafless branches, twigs and withies wrapped around by white flakes, stand like marble sculptures created by an artist with great skill. A silent stillness prevails all around, broken only by a few children rolling and rollicking in the feathery fleece, or by sudden flurries of snowbirds whirling by. Snow flakes continue falling gently from the leaden sky like a shower of wonderful feeling of joy and enchantment. Godadhar looks on standing like a statue as if a magician has cast a spell on him.

"You seem to be absorbed in some high thinking, are you planning for another trip to escape the winter?" Kamalika asks humorously while entering in the room with a tray of tea. "There is tea for you on the center table, do you hear me?" Kamalika tries to draw his attention.

"Yes dear, you have already heightened my inner sense by the enchanting aroma of your tea." Godadhar turns towards Kamalika with a smile of satisfaction saying "you asked about our next trip, didn't you?" "Yes, how about visiting Orissa this winter?" suggests Kamalika eagerly hoping for an affirmative answer from Godadhar.

Godadhar steps back from the window and sits on his chair. After taking a sip of tea he leans back with a feeling of relaxation. "I am wondering if we make no trip this winter and enjoy the snow in Ottawa instead," says Godadhar with a smile as his face brightens up. "Look outside, Malika; look at our apple tree. It's marvellous; it's a new kind of blossom!" Godadhar is still mesmerized by the charm of the first snow. The snow flakes have made a beautiful pattern around

each little bright cherry-like apple. The whole tree, a huge bush on the top of a big stem, is beautifully adorned with snow flowers – a delightful glow in white and red.

“A beautiful scene indeed,” Kamalika sounds less impressed. “This beauty is as stupefying as it’s illusive and short-lived,” She continues. “ It’s an ounce of joy as a fine prelude to the tons of misery waiting for us – slippery roads, shoulder-high snow banks, stuck cars with spinning wheels, back breaking snow shovelling and above all, a few dreadful snow storms to catapult you to a cryogenic abode.” Kamalika doesn’t hide her eerie feelings about winter blues.

Silence prevails for a few moments. Godadhar looks around, but his sight doesn’t go beyond the walls of the room. Kamalika remarks in a tone of humour, “The walls are fine; they don’t need any fresh coat of paint.” “I smell a good fragrance, wonder where it’s coming from,” Godadhar says with curiosity. “It’s coming from burning incense sticks that came from Orissa. And that huge wall hanging you are looking at also came from Orissa – Pipli art, remember?” Kamalika recounts with a chuckle. “Yes dear, I do remember. It was presented to us by Anna.” Godadhar replies. Both Godadhar and Kamalika recapitulate sweet memories of their last visit to Orissa. Pipli is a beautiful village about 44 Km from Konarak. It is famous for appliqué work that depicts the essence of Orissan culture. It’s believed that the kings of Orissa patronized this handicraft so much so that the appliqué work reached the heights of artistic excellence. Tourists gather in great numbers to explore the village of Pipli where rows of shops proudly display their art wares.

Visit to the Konarak temple was the most memorable one. Situated on the coast of the Bay of Bengal and surrounded by lush vibrant greenery, the site is spectacularly beautiful. The temple’s architectural grandeur and the intricacy of lavish sculptural work make it an ideal tourist spot. Built by Raja Narasimhadeva of the Ganga dynasty in the 13th century CE, this majestic temple, dedicated to the God Surya (Sun), represents the culmination of the Orissan temple architecture. It is designed as the chariot of Lord Surya, with 24 wheels, pulled by 7 stone horses. Each wheel, about 3 m (10 feet) in diameter, has a set of spokes and elaborate carvings. A flight of stairs lead to the main entrance which is guarded by two lions. There are three images of the God Surya facing the trajectory of the Sun positioned in such a way that at least one of them receives rays of the Sun from sunrise to sunset. The Konarak temple is especially famous for its impressive sculptures and carvings all over the temple surfaces. These sculptures and carvings depict every important aspect of life in countless forms and with great precision – country life, love, judgement, war, thousands of deities, heavenly damsels, dancers etc. Amazing work of art has given perpetual life to inanimate stones that captivate the visitors with unspoken verses eloquently expressed. It’s believed that the temple was never completed. Unfortunately, the temple is said to have gone through non-use after its

desecration by the Muslim invaders and the immense structure is now falling into ruins.

Figure 1 Konarak temple (photo by the author)

Kamalika is fascinated by legends and mythologies. She found one about the Konarak temple – the legend of Shamba. Shamba was the notorious son of Lord Krishna. He misbehaved to such an extent that Krishna became extremely displeased with him and cursed him with leprosy. Mother Jambavati broke down seeing her disfigured son in great agony from the disease. With tears streaming from her eyes, she prayed to Krishna and pleaded for a cure. Krishna relented and advised Shamba to worship the God Surya. Shamba discovered an image of Surya seated on a lotus in Konaditya Khsetra. After worshipping the Sun God and then bathing in the river Chandrabhaga (not far from the temple), he was cured of leprosy.

Recapitulation of past memories enlivens their mood and the morning tea becomes all the more enjoyable. The desire to go for another trip is suddenly revived with enthusiasm. “Anna has been repeatedly inviting us to visit them,” Kamalika reminds. Annapurna is called Anna by her close relatives and friends. Anna and Jitendrya Maharathi live in Cuttack. They are good friends of Godadhar and Kamalika for many years. Godadhar agrees to plan for another tour of Orissa. After all, there are plenty of interesting sites worth visiting and visiting more than once.

The plane lands at Kolkata airport. A sunny January day glamorously greets the passengers with a blast of warm and pleasant air. Every time Godadhar lands in Kolkata, it feels like coming back home, like a son coming back to his mother. The mother is old, but mother she is. Kolkata, old, dirty, broken down, but affectionate, charming and lovely, extends her hands to her son in heavenly love and asks, “Where have you been so long?”

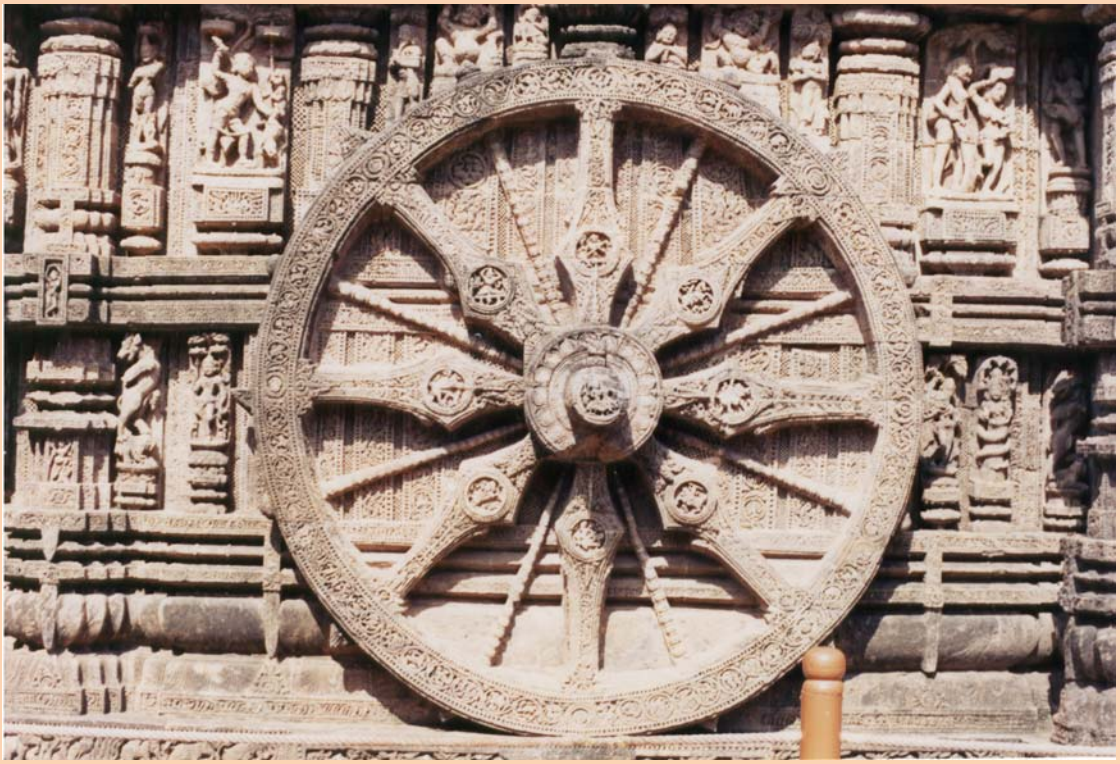

Figure 2 Chariot wheel of Konarak temple (photo by the author)

Jana Shatabdi express is found to be a convenient rail transport for going to Cuttack. It has a reputation for maintaining time schedule and smooth run. But the day Godadhar and Kamalika had to go, it failed to maintain its reputation. They were stranded at Howrah station for about 5 hours. Passengers waited very patiently without any bitter feeling, thanks to the reputation. The journey was enjoyable all the way. The train finally arrived at Cuttack station and Godadhar and Kamalika are cordially received by Anna and Jitendrya.

Anna’s hospitality is so great that any description of it will not be adequate enough. Tour begins the next day – a three day tour to Bhubaneshwar and Puri. Anna’s niece, Nabaneeta and Kamalika’s nephew, Debjyoti, have already gathered to join the tour. Deb, an engineer, also lives in Cuttack. Nabaneeta is a university student. Godadhar feels that the addition of these two young persons will make the team energetic and rejuvenated. They are very bright and enthusiastic.

The car is ready early in the morning. The driver, Baburam, greets everybody in traditional Orissan style, extremely polite and cordial. The road to Bhubaneshwar is appreciably smooth. It takes about 40 minutes to reach there. Bhubaneshwar is a beautiful city known for its architecture and ancient temples. It is often referred to as the Temple City of India. Deb asks if anyone knows who designed the modern city of Bhubaneshwar, but doesn't wait for an answer. The German architect Otto Königsberger designed this city in 1946. The city can still boast of its wide roads, beautiful gardens and parks; but random developments and settlements over the last few decades have made it unwieldy. Nabaneeta says the history of Bhubaneshwar is at least 2000 years old. King Kharabela established his capital in Sisupalgarh which still exists in the outskirts of the city. Kamalika takes the history back to the mythological era. There is mentioning of this region in Brahma Purana as Ekamra Kshetra that enshrined a great number of Shiva Lingas. Anna says we must visit Hathigumpha, Udayagiri and Khandagiri caves where the inscriptions give evidence of the region's antiquity. But Nabaneeta insists that we visit the Lingaraj temple first. The devoted pilgrims first worship the Lingaraj before visiting the Jagannath temple at Puri. The Lingaraj temple is kind of an identity symbol of Bhubaneshwar. The three holy cities – Bhubaneshwar, Konarak and Puri – are as renowned as their temples. They form the Golden Triangle of Orissa.

Lingaraj Temple

The Lingaraj temple is a rare masterpiece, an outstanding specimen of Orissan style of temple architecture. It is believed to have been built in the 7th century CE by the king Yayati Kesari who made Bhubaneshwar his capital. Bhubaneshwar remained as the capital of Orissa until the king Nripati Kesari founded Cuttack in the 10th century. Deb swiftly bursts in to complete the history saying that Bhubaneshwar regained the capital status of Orissa in 1948. The temple is located on the south shore of the Bindu Sagar Lake. It's believed that at one time there were over 7000 temples around the shore of the Bindu Sagar Lake – only 500 of them still survive. Nabaneeta suggests that Godadhar and his group should visit all the temples of Bhubaneshwar, especially during the festival of Ashokashtami when the image of the Lingaraj is taken to the lake for a ritual bath and after which, all the pilgrims take bath to wash out their sins. Deb says he will definitely come but only when he would accumulate sufficient number of sins.

The Lingaraj temple covers an area over 250000 sq feet and is surrounded by a massive wall of 7 ft thickness. The pinnacle of the temple reaches a height of about 55 m (180 ft). The presiding deity in the sanctum is the *Swayambhu Linga* – a mixed configuration of Shiva's emblem, the trident, and Vishnu's emblem, the wheel, in perfect harmony for the Shivaite and the Vaishnavite sects. The deity is worshipped as Hari-Hara i.e. Vishnu and Shiva. The complex encompasses 150 shrines representing most of the Hindu gods and goddesses – a unique feature of the temple. Deb has been looking at the temple complex with keen interest. He

is amazed by the elegant sculptural and architectural work and the exemplary carvings.

This temple is so captivating that Godadhar's emotion bursts out, "If the *Tri-Bhubaneshwar,* the Lord of the three worlds, has to choose a place on earth, this should be it. It's rightfully called the Bhubaneshwar Temple." Deb doesn't wait a second to remark, "I would do the same, if I had a choice." Kamalika comes forth with the legend behind the Lingaraj temple, according to which Lord Shiva chose Bhubaneshwar i.e. Ekamra Tirtha as His resort. Parvati, His consort, came to visit the city in disguise when she was approached by two demons, *Kritti* and *Vasa*. Parvati crushed the demons by her weight. She became extremely thirsty, so Shiva created the Bindu Sagar Lake to quench her thirst. Shiva chose this place as His abode and was called Krittivasas or Lingaraj.

Dhauligiri

The historic Dhauligiri (Dhauli hill) is located on the southern bank of the river Daya, about 8 km from Bhubaneshwar on the way to Puri. The vast open space adjoining the hill is the Dhauli plains where Kalinga war is believed to have been fought. Major Edicts of the legendary king Ashoka are found by the side of the road leading to the summit of the hill. These Edicts are written in Prakrit language using Brahmi script. Nabaneeta draws Godadhar's attention, "Look at the dazzling pagoda on the top of the hill. This is the peace pagoda or *Shanti Stupa* that has been recently built by the Japan Buddha Sangha and the Kalinga Nippon Buddha Sangha." Deb promptly complements Nabaneeta, "The Stupa was built in just 2 years and was inaugurated on 8th Nov. 1972. The first Shanti Stupa is in Bihar at Rajgiri; Pundit Jawaharlal Naheru laid its foundation stone."

Figure 3 Dhauligiri (photo by the author)

Godadhar's imagination goes back to the battle field of Kalinga. King Ashoka the Great, the victorious, climbed up the hill in great pride. From the top of the dhauligiri, he looked down around the hill. What a revolutionary look it was! He blinked and looked again and could see only dead bodies in blood scattered all over. This gruesome sight of the aftermath of the war brought about a total transformation in Ashoka and a great turning point in the history of India. The Kalinga war miraculously transformed Ashoka from a ruthless warrior to an elevated soul dedicated to peace and non-violence. Godadhar closes his eyes and tries to feel the pain. The colour of pain is red; splashes in red have littered the whole area. Even the water of the river Daya has turned red.

Nabaneeta tries to point out that there are other temples to see in Dhabalgiri – Dhabaleshwar temple, Bahirangeshwar Shiva Temple and Ganesh shrine. These temples are also as old as the Lingaraj temple. Godadhar says it's always advisable to save something for the next time.

Jagannath Temple at Puri

The next morning, Baburam is ready well before the departure time. A good night's sleep was enough to get rid of the weariness from the long day. The fresh

cool breeze of the morning delightfully enlivens everybody. Baburam turns the ignition key and the car moves towards the next destination, Puri. Breakfast will be on the way in a decent restaurant arranged by Anna.

Kamalika and Anna are always busy in conversing with each other, as if the rest of the world doesn't matter. Deb hums Bollywood songs to himself, and at times, joins in the conversation with Nabaneeta and Godadhar. The Jagannath temple is widely popular all over India, but for the people of Orissa, the cult of Jagannath is virtually the religion. Orissa is better known as the land of Jagannath. Puri is situated on the gentle slope of *Nilgiri* (Blue Mountain), close to the Bay of Bengal. The Jagannath temple is an ancient shrine. Godadhar says, *Brahma Purana* has some reference to Puri. And it's interesting to note that *Rig Veda* refers to Purushottama as a wooden idol made from a floating log. The three deities of the temple, Jagannath, Balabhadra and Subhadra are also represented by wooden idols made from logs floating in the sea. Nabaneeta says, these wooden idols have been replaced by new ones on some special occasions (*Navakalebar* – new form). Deb suddenly stops humming and in his usual soft manner, gives further details saying that the present idols were made in the year 1977. The temple, as it stands now, was constructed initially by the Kalinga king *Anantavarman* (1078 – 1148 CE) and then by his descendant king *Anangabhima Deva* in the year 1174 CE.

Kamalika turns her attention to the conversation on the Jagannath temple. She narrates the legend surrounding the temple. *Indradyumna,* king of Malawa, was a great devotee of Lord Vishnu. Once he dreamt of *Nilamadhava Vishnu* (Vishnu in the form of a bright blue jewel). He wanted to find this particular form of the Lord. So he sent his emissaries in all directions to look for this Jewel. Vidyapati, his chief minister, dreamt that the God *Nilamadhava* was under a fig tree in a deep jungle in an island guarded by a tribal chief. But when Vidyapati arrived at the spot following his dream, he discovered to his dismay that the god had disappeared from there. King *Indradyumna* performed *Ashwamedha Yagna* in order to find the Lord. He heard a divine voice asking him to look for a log of wood floating in the sea with divine marks on it. Sage Narada, messenger of Gods, assured the king that the Lord would appear to him in the form of three wooden idols. When such a log was found, Narada requested the king to make three idols out of it. Indradyumna requested Vishwakarma – architect of Gods – to build a magnificent temple for the deities. Vishnu Himself appeared in the guise of a carpenter to make the idols. But there was a condition that he will work behind closed doors undisturbed. The king agreed. After a few days, he became very impatient when no sound was coming from inside the temple. He opened the doors out of curiosity and found the carpenter had just vanished with the idols unfinished, seemingly because the agreed upon condition had been dishonoured. He heard a divine voice once again asking him to install the unfinished idols in the temple. These three idols represent Jagannath, his elder brother Balabhadra, and their sister Subhadra.

“A very interesting story,” says Nabaneeta. “Uncle, do you believe in all these legends?” asks Deb. “I think these legends are simply meaningless and are deliberately made up for the simple-minded god-fearing people so that they remain devoted to gods,” he continues.
“The stories are amusing indeed, believe them or don’t - that's up to you,” replies Godadhar. “But they often carry a little bit of history if you can find it. Note that the *Nilamadhava* was guarded by a tribal chief. Archaeological researchers have recently established that Jagannath is the god of both Tribals and Aryans. It’s possible that the Aryans assimilated the tribal deities creating interesting legends acceptable to everybody.”

Anna likes to talk about the festivals of Puri. Ratha Yatra is the most popular one. Thousands of pilgrims flock to Puri during this festival which is celebrated for eight days. The three idols are taken out in procession in three immense chariots that are elaborately decorated. These chariots are pulled by the devotees with intense religious fervour to the Gundicha Mandir – a temple three km away – supposed to be the residence of the aunt of Jagannath. The return journey commences in the same manner after a week. Again there are other legends around Ratha Yatra. There is one in *Bhagavat Purana* according to which Ratha Yatra commemorates the overwhelming separation of Lord Krishna from his much beloved childhood playmates – the Gopis and the Gopals of Gokula – when He and Balabhadra set forth for Mathura.

Baburam announces that he has arrived at the destination in Puri – the Court Guest House. Anna has arranged this guest house for the group with the help of one of her cousins, a high court judge. It’s a beautiful guest house with spacious rooms and a good and courteous staff to take care of everything that the guests may need. Mr. Gajendra Mahapatra, an assistant judge, greeted the guests with warm welcome. A delicious freshly cooked meal was waiting to be served for the guests. All other meals would be prepared by Vijay, the highly acclaimed cook of the guest house, as and when needed and according to the menu chosen by the guests. And that’s not all. A high court representative had been assigned to accompany the guests for all tours in Puri and around. This would help touring smooth and trouble free. Excellent arrangement, Anna. Bravo!

Figure 4 Jagannath temple (photo by the author)

Everybody is ready for the temple visit. The road leading to the temple is wide, but excessively crowded with visitors, pilgrims, shoppers and many others with unknown missions. Cars or any other vehicles have no permission to come within a certain boundary of the road. The holy cows and stray dogs have free passes and were roaming undisturbed everywhere. Roadside vendors occupied the walkways for the pedestrians. India's economic shine couldn't enlighten the road to Lord Jagannath. The vast Jagannath temple remains a magnificent monument of India. The complex occupies an area over 37,000 sq m (400,000 sq ft) surrounded by a 6 m (20 ft) high wall. There are 120 shrines and temples inside the complex. The temple tower rises to a height of 65 m (214 ft) at the pinnacle of which is the *Srichakra* (an eight-spoke wheel) of Vishnu. The other temples, shrines and mandapas (halls) surround the main temple, their pyramidal roofs rising in steps like mountain peaks.

There are four entrance gates to the main temple. The main entrance is the *Singhdwara* (Lion Gate), so named because it's guarded by two lions. The three other entrances are the *Hathidwara* (Elephant Gate), the *Vyaghradwara* (Tiger Gate) and the *Ashwadwara* (Horse Gate), named after the sculptures of animals guarding them. A flight of stairs (22 steps) lead into the temple complex. Kamalika and Anna lead the way. A majestic sixteen-sided monolithic pillar stands in front of the main gate – this is the Arun Stambha (pillar). An idol of Arun, the charioteer of the God Surya, stands on top of the pillar. The inner sanctum is relatively dark. The three idols, the Holy Trinity, are placed on a raised platform, the *Ratnavedi*. The idols have their own distinctive colour. Lord Jagannath is black, Balabhadra is white and Subhadra is yellow. Hundreds of devotees offer worship to the deities and soon after, they are persuaded to seek the exit door. It's impossible to have a quiet moment with Lord Jagannath. Following Kamalika and Anna, they take a walk around the *Ratnavedi* and come out.

The temple's kitchen is another legendary establishment. It is said to be the largest kitchen of India. All food is cooked following the prescribed instructions in the Hindu religious texts. The food is first offered to Jagannath and then distributed to devotees as *Mahaprasad*.

Puri beach

Baburam had been waiting ready with the car. When everybody came back to the car, Baburam drove back to the guest house. All members were exhausted by the day's visit. They retired in the comfort of the guest house and exchanged their views and experiences of the day. Kamalika and Anna had a very special feeling eloquently revealed by their silent smiles and wide enlivened eyes. Coming face to face with the Lord of the Universe was no small thing – the day had been spiritually productive for them by all means. For Nabaneeta and Deb, it's just another temple with presumably a bit more popularity and spiritual bearing. Godadhar asked for the next day's program. Anna's plan was all chalked out. The famous Puri beach was the next goal.

The coastline of Orissa is a long stretch of over 482 km offering many good beaches. Puri beach is the most popular one for both Indian and foreign visitors. For centuries, it is the destination of countless visitors and pilgrims. Its proximity to the Jagannath temple is a special attraction for the temple-goers who come to the beach for ablution. The spectacular sights of sunrise and sunset also draw thousands of visitors from all over the country.

The next day's program was to visit the beach in the early morning and get a glimpse of the legendary sunrise over the sea. Everybody was enthusiastic and didn't mind to get up well before dawn. It's only about a kilometre from the guest house. Unfortunately, after arriving on the beach, it seemed that the mission

might not be successful. The weather and the pollution jointly deprived the enthusiastic visitors of the ecstatic view they expected so much to experience. Moreover, the Puri beach appeared to have lost its lustre as lack of cleanliness was rampant. Many of the visitors settled for watching the fishermen pulling their fishing nets. It was a very patient and slow pulling that took quite a while for the long net to be completely on the shore. The curious spectators eagerly bent over the huge heap of net to have a revealing look of the early morning catch. The revelation may not be as startling as the sunrise could have been, but the silvery fluttering mass was lively and glittering enough to bring some joy to the onlookers. The morning expedition was not a total failure after all.

Editor's Note: According to Nrisingha Prasad Bhaduri, an authority of classical Indian scriptures and epics, poor Shamba was not aware that he was "flirting" with his stepmothers, who were obviously impressed with his extraordinary good looks.

টুকরো টুকরো স্মৃতি

বেণু নন্দী

নাঃ, আমাদের শিশু লিপিকাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। বহু কষ্টে, ক্লেশে পাওয়া আমাদের ধন। তাই তো কাগজ কলম নিয়ে বসেছি। কিন্তু কি লিখি? ভেবেই পাই না। বাড়ির লাইব্রেরীর এ বই, সে বই ওলটাতে পালটাতে Wordsworth এর Anthology র একটা লাইন মনে নাড়া দিল। ''Emotion recollected in tranquility". তাই তো! সেদিন পিকনিকে আমাদের প্রিয় লতুদির ভাই যোগীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোটবেলাকার ভাগলপুরের কথা হচ্ছিল। স্মৃতি মন্থন করেই কিছু লেখা যাক না কেন?

ছেলেদের বাংলা স্কুল আর মেয়েদের মোক্ষদা স্কুল প্রায় পাশাপাশি। মাঝে একটা শুধু পাঁচিল। মনে আছে সরস্বতী পূজোর সময় পাঁচিল টপকে ছেলেরা দুরদুর করে চলে আসত প্রসাদ খাবার জন্যে আর এদিকে হেডমিস্ট্রেস ঊর্মিলাদি দারোয়ান দারোগীকে নিয়ে ছুটতেন ছেলেগুলোকে তাড়াবার জন্যে। সাধারণতঃ ক্লাস টেনের ওপর ভার পড়ত সরস্বতী পূজোর। যেবার আমাদের ক্লাসের পালা এল সেবার অনেক চাঁদা উঠেছিল। আমরা ভাবলাম নূতন একটা কিছু করা যাক বাড়তি টাকায়। তাই সেবার মাইক লাগাবার ব্যবস্থা হোল। যা হয়, অল্পবয়সী মেয়ে আমরা, গুরুগম্ভীর ক্লাসিকল গান বাজনা না বেছে বেছেছি লারে লাপ্পা গোছের হিন্দী সিনেমার গান। যেই না মাইকে গান বাজতে শুরু করেছে অমনি এ্যাসিসট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস গুরুগম্ভীর বিদ্যাদি এসে হাজির। আমরা ঊর্মিলাদিকে যত না ভয় করতাম তার চেয়ে বেশি ভয় করতাম বিদ্যাদিকে। উনি হসটেল থেকে বেড়িয়ে পূজা মন্ডপে এসেই বললেন, আর কি, এবার মায়ের পূজো গঙ্গাজল দিয়ে না করে বোতলের মদ দিয়েই করা হোক! ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে মাইক ফাইক সব নামিয়ে ফেলা হোল।

কথায় আছে 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না''। ''বনফুল''কে ছেলেছোকরারা বড় একটা মানত না কেন জানি না। একবার সরস্বতী পূজোর সময়েই ওঁর বাড়ির সাজানো নানান বাহারের পাতার টব, সিজন ফুলের টব সব রাতারাতি উধাও হোল আর সেগুলো দেখা গেল আলো করে আছে বাংলা স্কুলের সরস্বতী পূজোর পূজামন্ডপ। বলাইবাবু তো প্যাথলজিস্ট ছিলেন। পটলবাবু রোডের ওপর ওঁর ডাক্তারখানায় বসে থাকতেন। প্র্যাকটিস কেমন হোত জানি না, তবে ওঁর ডাক্তারখানার সমনে দিয়ে কোনো জানাশোনা ছেলেদের পেরোবার জো ছিল না। উনি ধরে টেনে বসাতেন আর গপ্পো জুড়ে দিতেন। আমার দাদা প্রায়ই ওঁর খপ্পরে পড়ত। কর্তা গিন্নী দুজনে প্রায়ই পিকচার প্যালেস সিনেমা হলে নাইট শোতে সিনেমা দেখতেন ফ্রি ফার্স্ট ক্লাস টিকেটে। দাদা বলত ঐ গল্পের খোরাক জোগাড় করতে যান।

ওঁর চেহারা ছিল বেশ লম্বা চওড়া আর উনি খেতেও খুব ভালবাসতেন। নিজেই তরিতরকারী আর মাছের বাজার করতেন। ওঁর একটি বিশেষ মেছুনী ছিল, শুধু তার কাছ থেকেই মাছ কিনতেন আর গল্প করতেন, যার ফলে ওঁর একটি গল্প বেরোল আর সেটি একটি বিখ্যাত সিনেমার রূপ নিল - ''হাটে বাজারে''। বেশ কিছুদিন ওঁকে দেখা গেল গঙ্গার ধারের দিরায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছেন, এর পরেই বেরোল ওঁর লেখা ''ডানা''।

ভাগলপুর একটা কালচারাল সেন্টার ছিল। সব সময়েই কিছু না কিছু গান-বাজনার অনুষ্ঠান লেগেই থাকত আর তার জন্যে সি.এম. এস স্কুলের বিরাট রঘুনন্দন হলটা মজুত থাকত। বেশ অনেকদিন আগেকার কথা এটা। দাদার ক্লাসফ্রেন্ড তপন সিনহা তখন আই এস সি পড়তে পড়তে সব পড়াশোনা ছেড়েছুড়ে দিয়েছে কিংবা পাশ করে এদিক ওদিক করছে, আমার ঠিক স্মরণে আসছে না। সেবার রঘুনন্দন হলে বুদ্ধপূর্ণিমায় ফাংশন হচ্ছে। আমার বোন হাসি তখন খুবই ছোট, আর তখন থেকেই খুব নাম করেছে ভাল গায় বলে। দাদারা হলের বাইরে চাঁদের আলোয় ঘাসের ওপর বসে আড্ডা দিচ্ছে আর মাইকে ভেসে আসা গান শুনতে শুনতে কমেন্ট করছে। হাসির ভজন শেষ হয়ে যাবার পর যখন উদার খোলা গলায় ''পঞ্ছী বাওয়ারা'' গানটা ধরেছে, তপন সিনহা শুনেই লাফিয়ে উঠে দাদাকে বলছে, ''কি দরাজ গলা তোর ঐটুকু বোনের, ওর পায়ে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।'' আমাদের সেই ভাগলপুরের তপন সিনহা পরে কত বড় একজন নামকরা ডিরেক্টর হয়েছিলেন।

ছোটবেলায় দিলীপ মুখার্জির আমাদের বাড়িতে খুব আসা-যাওয়া ছিল। দাদাকে খুব যুগলদা যুগলদা করত। সেবার কোন এক ছুটিতে কোলকাতা থেকে অনেক গণ্যমান্য লোক এসে হাজির। তার মধ্যে ছিলেন সিনেমার ডিরেক্টর মুখার্জি (পুরো নামটা মনে আসছে না)। সুতরাং বোঝা গেল কিছু একটা মঞ্চস্থ হতে চলেছে। ''অন্তিম শয্যায় রাণা প্রতাপ'', তাতে দিলীপের প্রধান ভূমিকা আর আত্রেয়ীর ভূমিকায় আমার বোন হাসি। মনে আছে দিলীপ স্টেজে অভিনয় করতে করতে ইমোশনাল হয়ে '' আত্রেয়ী মা আমার, মা আমার'' বলে হাসিকে একেবারে দুহাত দিয়ে তুলে ধরেছিল যেটা নাকি রিহার্সালে কোনো দিনই করেনি। আর কি হাত তালি দর্শকদের কাছ থেকে।

সেই দিলীপ পড়াশোনা ছেড়ে দিল। কখনও কোলকাতায় যায় আবার কখনও ফিরে আসে ভাগলপুরে। দাদার কাছ থেকেই জানতে পারলাম ও ঐ সব সিনেমা আর্টিস্ট কাননবালার সার্কলে ঘুরছে। সে সময় একবার দাদার সাথে দেখা করতে আসে। দাদা ওকে বলে, ''কি রে, কাননবালার কোলে খুব শুচ্ছিস নাকি?'' দিলীপ হেসে ফেলে বলে, ''ধ্যেৎ, যুগলদা তুমি যে কি বল!'' সেই আমাদের ভাগলপুরের দিলীপ সত্যিই একদিন অভিনেতা হোল।

স্টেশনে যেমন একটা ওয়েটিং রুম থাকে ট্রেনযাত্রীদের যাত্রাপথ অদলবদল করার সময় একটু বিশ্রাম নেবার, মোক্ষদা স্কুলটা ঠিদ আমাদের সেই রকম ছিল। বিদ্যাদি তখন হেডমিস্ট্রেস, আর আমরা পুরোনো ছাত্রীরা যারা তখনও কোনও নির্দিষ্ট কাজের জায়গায় ঢুকতে পারিনি, এসে জুটতাম স্কুলে, আর সঙ্গে সঙ্গে কাজও জুটে যেত। সেই রকম এক সময়ে অল্পদিনের জন্যে আমি ছিলাম মোক্ষদায়। সাধনাদি তখন পারমানেন্টলি ওখানেই রয়েছেন। একদিন উনি একটা ছেলেদের স্কুলের ম্যাগাজিন এনে টিচার্স কমনরুমে এসে বললেন, ''দেখ্ দেখ্ , ঐটুকু ছেলে কি রকম অসভ্যের মত লিখেছে, এতটুকু লজ্জাশরম নেই!'' বলে সাধনাদি পড়লেন লেখাটা। কি? না একবিন্দু ঘাম একটি মেয়ের গলা থেকে বেয়ে কি ভাবে তার দুই স্তনের মাঝখান দিয়ে গড়িয়ে বয়ে যাচ্ছে, তারই বর্ণনা। আমার এখন কিছুই মনে নেই গল্পটির কিই বা নাম আর কত বড়। যাই হোক সেই ভাগলপুরের দিব্যেন্দু পালিত এখন একজন স্বনামধন্য সাহিত্যিক। সেদিন সুনীল

গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বাতীর কাছ থেকে জানলাম দিব্যেন্দু আসুস্থ । শুনে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ওঁর সুস্থ, সবল, দীর্ঘায়ুর জন্য।

ভাগলপুরের ঐতিহ্যের অন্ত নেই। আমার মনের কোণে যে সব ছবি ঢাকা রয়েছে সগুলো বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা করব।

বিয়ের আসরের গান

অরুন শংকর রায়

শিবের পূজা করে সখী ফলটা ভাল পেলি ভাই,
এমন খাসা বর পেলি যার এ জিলাতে জুড়ি নাই।
বরটা বটে একটু কালো,
যখন মুখে পড়ে বিজলী আলো,
দুচোখে ভাই ধাঁধাঁ লাগে চলতে গেলে আছাড় খাই।
শিবের পূজা করে সখী ফলটা ভাল পেলি ভাই।

বরটা বটে একটু বুড়ো
বয়সে তোর বাপের খুড়ো
হাতটি ধরে বলবে এবার “চলো বৃন্দাবনে যাই”,
শিবের পূজা করে সখী ফলটা ভাল পেলি ভাই।

বরটা বটে একটু কানা,
হাতে দিলাম কচুরিপানা,
দেখে বলে এমন গোলাপ জীবনে আর দেখি নাই।
শিবের পূজা করে সখী ফলটা ভাল পেলি ভাই।

বরটা বটে একটু কালা,
খেতে ডাকলে বিরাট জ্বালা,
আগুন ভেবে চেঁচিয়ে বলে, “চলো সবাই পালিয়ে যাই”।
বলনা সখী নিজের জন্যে এমন বর আর কোথায় পাই।
শিবের পূজা করে সখী ফলটা ভাল পেলি ভাই।

ক্যালেন্ডার

ঝর্ণা চ্যাটার্জী

দিনের বোঝা কে-ই বা বোঝে, সবাই সহজ হিসেব খোঁজে,
কে ভাবে হায়, এই বোঝারে টানতে হবে তাই টানা।
মুখের মুখোস কে-ই বা দেখে, হাসির প্রলেপ যত্নে মেখে,
অন্য লোকের সামনে হাজির, ভিতর রূপ তো নেই জানা।
ক্যালেন্ডারে আছে লেখা - কার সাথে যে হবে দেখা,
কবে কোথায় যেতেই হবে তার ফিরিস্তি-ঠিকানা।
নেইকো লেখা চোখের জলে, কেমন করে হাসির ছলে
চুপি চুপি কান্না ঢেকে নিরাশ আশায় কাল গোনা।
সাহসী আর শক্ত হওয়ার, নিজের জীবন নিজে বওয়ার
মাশুল ভারী - উপায় যে নেই, কেই-বা করে কল্পনা?
দুঃখ-সুখের অনেক কথা কঠিন ভোলা - বেঁধে ব্যথা,
কেমন করে বইব তাদের মরছি ভেবে ভাবনা।
সুখের দিনে বলিনি তো - পেলাম কেন এত এত,
আজ কি করে বলি তবে দুঃখ-বিষাদ চাইব না?
ভরা ছিল বলেই খালি, নিভল প্রদীপ তাই তো কালি,
আলোর তরে তবুও মিছে হৃদয় জুড়ে কামনা।
জানি তবু ছিল আমার রঙীন জীবন ভালবাসার -
পেয়েছি যে সেই স্মৃতিতে পেতেই হবে সান্ত্বনা।

দিল্ মেরে

শ্রী শৈলজা পদ চক্রবর্তী (কোলকাতা)

(শৈল্ চতুর্বেদীর হিন্দী কবিতা অবলম্বনে)

আসলে আমি একজন নিতান্তই ভাল মানুষ
কিন্তু আমার বাঁ চোখের জন্য
ভীষণ বিভ্রাটে পড়ি
নিজে নিজেই মেরে বসে
লোকে ভাবে জেনেশুনে অন্যের সাথে চোখ মিলিয়ে
আমি মারি।
ছোটবেলা একবার
ক্লাসে
বসেছিল একটি মেয়ে পাশে
নাম সুরেখা
আমার দিকে ফিরে একবার দেখা
বাঁ চোখ দিল মেরে
হায় হায় উঠলো চেঁচিয়ে
ক্লাস ছেড়ে গেল বেরিয়ে
আমার আছে মনে
কিছুক্ষণ পরে
ডাক পড়লো
প্রিন্সিপলের ঘরে
লম্বা চওড়া লেকচার শুনলাম
আমার ভুল হয়ে গেছে বললাম
রেগে বললেন এমনও কি হয় ভুলে
লজ্জা করে না
তুমি চোখ মারো ইস্কুলে?
আসল ব্যাপারটা কি বলতে যাব
কিন্তু তার আগেই

আবার দিল মেরে
প্রিন্সিপল গেলেন ভীষণ রেগে
পরিণামে যা দাঁড়ালো
ইস্কুল থেকে নাম কাটা গেল।
বুঝলাম
সব ঝকমারি থেকে পাই রেহাই
যদি একটা চাকরী পাই
দরখাস্ত করলাম
ইন্টারভিউয়ের জন্যে লাইনে দাঁড়ালাম
একটি মেয়ে
দাঁড়িয়েছিল সামনে
একবার যেই ঘুরলো
আমার চোখ
মেরে দিল
মেয়েটা ক্ষেপে লাল
অন্যেরা বলে ছি ছি একি হাল
তারপর কি বলব আর
খেতে লাগলাম জুতা চপ্পলের মার
মার খেতে খেতে হায় রে কপাল
ছাড়িয়ে দিল পিঠের ছাল
প্রাণ বাঁচাতে দৌড় মাড়ি
পড়ি কি মরি
দেখি তারা আসছে হারে রে রে
নিরুপায়, পড়ি ঢুকে একটি ঘরে
বেদনা ভরা সারা শরীর
দম ফাটে
হাঁপের চোটে
বাড়িরে গিন্নী এসে সামনে দাঁড়ান
কে রে কে রে বলে চেঁচান
চুপ করেই আমি থাকি
বলবে তুমি, নাকি লোকজন ডাকি
কিন্তু একি হোল
কিছু বলার আগেই
মেরে দিল
সে ভীষণ রেগে উঠল জ্বলে
ঠিক যেন রণচণ্ডী স্বয়ং
গর্জে উঠলো যেন দামামা বাজলো
নিমেষেই সব এসে জুটলো
পাড়া পড়োশী
মাসী পিসি

ভাইপো মামা
কি দারুণ হাঙ্গামা
চাড্ডি হোল আমার পাজামা
বনিয়ান হোল কুর্তা
মারের চোটে আমি তখন
যেন বেগুন ভর্তা
গোঙাতে থাকি যাতনায়
মারছিল যারা
মেরেই চলল
ভগা - একি করলে হায় হায়
ঈশ্বরই জানেন
কতক্ষণে তাদের রোখ কমলো
যতক্ষণে জ্ঞান ফিরলো
দেখলাম চোখ খুলে
ডাক্তার ও নার্স আছে ঘিরে
পড়ে আছি হাসপাতালে
জিজ্ঞেস করলে নার্স ব্যথা কোথায়?
চিন্তা করতে থাকি কোথায় কোথায়
ঠিক যখন বলতে যাব
কি কব
তার আগেই
মেরে দিল
নার্সের মুখে কথা নাই
ডাক্তার তো রেগে কাঁই
এই সিরিয়াস অবস্থা যাহার
এই সময় এ কি ব্যভিচার
তুমি কি নির্লজ্জ ছেলে
প্রেম করতে যাও হাসপাতালে?
ডাক্তার নার্স চলে গেলে
ওয়ার্ড বয় আমায় বললে
লুকিয়ে তুমি এখনই পালাও
প্রাণ যদি বাঁচাতে চাও
জান না তুমি
কথাট অনেক দূর গড়ালো জানি
ডাক্তার গেছে বেজায় রেগে
কেস জটিল করে দেবে
অথবা মৃত সনাক্ত করে
জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে দেবে
তার কথা শুনলাম
চোখ কান বুজলাম

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা বলে
জানলা টপকে পালালাম ।
একদিন সকালে
বাবা বলে আমারে
কি বলি বলতো তোরে
কিছুই তো করতে নারিস ওরে
করে নে তুই বিয়ে এবার
মওকা পাবি শুধরে যাবার
ঠিক করেছি একটি মেয়ে
স্বাস্থ্যবতী নয়ত সে
লম্বা তো নয়ই, বেশ বেঁটে
কিন্তু একটা মেয়ে তো বটে
বড় ঘরেরই সেই মেয়ে
তারা বেশ খাইয়ে পরিয়ে
জীবনটা তোর বিয়ে করলে
মনে হয় যাবে সামলে।
অচল পয়সা যদিও তুই
কিন্তু বাজারে যাবি চলে
ঠাকুর দেবতা স্মরণ করে
দুরুদুরু বক্ষ নিয়ে
পৌঁছে গেলাম রুড়কী
দেখতে সেই লেড়কী
আমার পাশেই বসেছিল যে
ভাবী শ্বাশুড়ীই হবে সে
রাস্তায় কোনো কষ্ট হয়নি তো? যেই জিজ্ঞেস করলে
আমার চোখ মেরে দিলে
ভাবলে ওকে আমার মনে ধরেছে
বললে, ''আমি মেয়ের মা'' কি জানি কি বুঝেছে
মেয়ে আছে ভেতর ঘরে
আসতে বলব কি হেথায় তারে?
কিছু বলার জন্যে মুখ খুলি খুলি
তার আগেই
আবার দিল মেরে
সে কারুর নাম ধরে চেঁচালো
আর এক ঝটকায় উঠ দাঁড়ালো
আমার বাপের সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে গেল
যেমন গেলাম তেমনই ফিরলাম ঘরে
দাঁড়ালাম মুখ কাঁচুমাচু করে
বাবা বললে
এখন আর কি লাভ মাথা হেঁট করে

আগুন লাগুক তোর এই যৌবনেরে
ডুবে মর ডুবে মর কুলকুচোর জলে
না পারিস তো নিজেই চোখ দে গেলে
আর যদি তাও না পারিস
চাই না, আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখিস,
যেখানেই যাস্
মার খেয়েই এসে দাঁড়াস,
ভগাই জানেন
কি ভাবে চোখ চালাস।
এখন বলুন আপনারাই
কি করি কোথায় যাই
আমার বাঁ চোখের বিবরণ
কি করে বলে বেড়াব
এই হতচ্ছাড়ার জন্যে
লাখ দুলাখ জুতো খেয়েছি গুনে গুনে
এখন আপনারাই দিন সামাল
আ-আ-আ-আমার বলার উদ্দেশ্য কোনো রাস্তা দেখান
বৃদ্ধা অথবা যুবতী
যেমন হোক মূরতী
চাই কেবল এক নারী
যার একচোখ করে মারামারি
খবর নিন, খবর পেলে দয়া করে
আমায় জানান নিশ্চয় করে।

যুগের হাওয়া
(গান)

জয়ন্তী রায়

কলিকালে পুরুষেরা হও সাবধান!
শেখো বাছা পত্নীরে করিতে সম্মান।
বাছা করিতে সম্মান। (২)
অনুমতি বিনা তার কিছু না করিবে,
ইহার অন্যথায় তুমি সর্বস্ব হারাইবে।
পরিশেষে মাসে মাসে alimony দিবে।

সখা হে ……..,
কোথা গেল সেই যুগ
দুঃখে ভাঙে মোর বুক
যেদিন অবলা ছিল জগতের নারী,
হৃদয় বিদরে মোর সেইদিন স্মরি।

ওরে বলরে পুরুষ বল,
কোন সাধনায় পেলিরে তুই
বৌয়ের চরণতল।

শ্রীমতী জয়ন্তী রায় অটোয়া, কানাডার বঙ্গসংস্থা দেশান্তরী আয়োজিত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে শ্রীমতী নবনীতা দেবসেন লিখিত অভিজ্ঞান দুষ্মন্তম নাটকটি পরিচালনা করেন ও উপরোক্ত সঙ্গীতটি এই নাটকের জন্য রচনা করেন। সুর সংযোজনা করেন দিল্লীবাসী গায়ক শ্রী ক্ষিতীশ বিশ্বাস।

লিপিকার জন্য
সুপর্ণা মজুমদার

তোমাদের ঘরে ঘরে
Computer থরে থরে
বাতচিতও e-mail –এই হয়।
একথাটি বেশ স্পষ্ট,
সকলেই সদা ব্যস্ত;
বই পড়িবার সময় কোথায়।

কাগজের ব্যবহার
ছিল যেন কবেকার
আজকাল সব paperless –
তাই এই e-পত্রিকা
নাম তার লিপিকা
বাঙালীর কবি মন, এতে আছে তারই রেশ।

Paperless জমানাতে
কত লিপি বাঙলাতে,
ক'জনাতে লেখা দিই e-পত্রিকাতে,
তোমাদের দিবারাতি,
(যদি) computer - ই হয় সাথী,
মাঝে মাঝে click কোর এই লিপিকাতে।

NATURE AT ITS BEST – COLLAGE 3

Tanima Majumdar

Compiled Fun and Jokes

Once upon a time, a guy asked a girl 'Will you marry me?' The girl said, 'NO!' And the guy lived happily ever after and rode motorcycles and went fishing and hunting and played golf a lot and drank beer and scotch and had money in the bank and left the toilet seat up and slept whenever he wanted.

The End

****

A Newfoundland farmer named Angus had a car accident and was in Court to sue the owners of the Truck that had hit him.

The Eversweet Company's hot-shot solicitor was questioning Angus.

'Didn't you say to the RCMP at the scene of the accident, 'I'm fine?' he asked Angus.

Angus responded: 'Well, I'll tell you what happened. I had just loaded my favourite cow, Bessie, into the... '

'I didn't ask for any details', the solicitor interrupted. 'Just answer the question. Did you not say, at the scene of the accident, 'I'm fine!'?'

Angus said, 'Well, I had just got Bessie into the trailer and I was driving down the road.... '

The solicitor interrupted again and said, 'Your Honour, I am trying to establish the fact that, at the scene of the accident, this man told the
police on the scene that he was fine. Now several weeks after the accident, he is trying to sue my client. I believe he is a fraud. Please tell him
to simply answer the question. '

By this time, the Judge was fairly interested in Angus' answer and said to the solicitor: 'I'd like to hear what he has to say about his favourite cow, Bessie'.

Angus thanked the Judge and proceeded. 'Well as I was saying, I had just loaded Bessie, my favourite cow, into the trailer and was driving her
down the road when this huge Eversweet truck and trailer came through a stop sign and hit my trailer right in the side. I was thrown into one ditch and Bessie was thrown into the other. I was hurt, very bad like, and didn't want to move.

However, I could hear old Bessie moaning and groaning. I knew she was in terrible pain just by her groans. Shortly after the accident, a policeman
on a motorbike turned up. He could hear Bessie moaning and groaning so he went over to her. After he looked at her, and saw her condition, he took out his gun and shot her between the eyes.

Then the policeman came across the road, gun still in hand, looked at me, and said, 'How are you

feeling?'

'Now your Honour, What the @#$* would you have said?'

****

A mathematician, an accountant and an economist apply for the same job.

The interviewer calls in the mathematician and asks “”What do two plus two equal?” The mathematician replies “Four.” The interviewer asks “Four, exactly?” The mathematician looks at the interviewer incredulously and says “Yes, four, exactly.”

The interviewer calls in the accountant and asks the same question. “What do two plus two equal?” The accountant pauses for a moment to ponder the question and responds “On average, four—give or take ten percent, but on average, four!”

The interviewer finally calls in the economist and poses again, the same question. “What do two plus two equal?” The economist looks around the room, gets up, locks the door, closes the shade, sits down next to the interviewer and says “What do you want it to equal?”

WHAT PETS WRITE IN THEIR DIARIES
Excerpts from a Dog's Diary.....

8:00 am - Dog food! My favorite thing!
9:30 am - A car ride! My favorite thing!
9:40 am - A walk in the park! My favorite thing!

10:30 am - Got rubbed and petted! My favorite thing!
12:00 pm - Lunch! My favorite thing!

1:00 pm - Played in the yard! My favorite thing!

3:00 pm - Wagged my tail! My favorite thing!
5:00 pm - Milk Bones! My favorite thing!
7:00 pm - Got to play ball! My favorite thing!
8:00 pm - Wow! Watched TV with the people! My favorite thing!
11:00 pm - Sleeping on the bed! My favorite thing!

Excerpts from a Cat's Daily Diary...

Day 983 of my captivity...

My captors continue to taunt me with bizarre little dangling objects. They dine lavishly on fresh meat, while the other inmates and I are fed hash or some sort of dry nuggets.

Although I make my contempt for the rations perfectly clear, I nevertheless must eat something in order to keep up my strength.

The only thing that keeps me going is my dream of escape. In an attempt to disgust them, I once again vomit on the carpet.

Today I decapitated a mouse and dropped its headless body at their feet. I had hoped this would strike fear into their hearts, since it clearly demonstrates what I am capable of. However, they merely made condescending comments about what a 'good little hunter' I am. Bastards.

There was some sort of assembly of their accomplices tonight. I was placed in solitary confinement for the duration of the event. However, I could hear the noises and smell the food. I overheard that my confinement was due to the power of 'allergies.' I must learn what this means and how to use it to my advantage.

Today I was almost successful in an attempt to assassinate one of my tormentors by weaving around his feet as he was walking. I must try this again tomorrow -- but at the top of the stairs.

I am convinced that the other prisoners here are flunkies and snitches. The dog receives special privileges. He is regularly released - and seems to be more than willing to return. He is obviously retarded.

The bird has got to be an informant. I observe him communicating with the guards regularly. I am certain that he reports my every move. My captors have arranged protective custody for him in an elevated cell, so he is safe. For now ....

****

A priest was being honoured at his retirement dinner after 25 years in the parish. A leading local politician and member of the congregation was chosen to make the presentation and to give a little speech at the dinner.

However, he was delayed, so the priest decided to say his own few words while they waited: 'I got my first impression of the parish from the first confession I heard here. I thought I had been assigned to a terrible place. The very first person who entered my confessional told me he had stolen a television set and, when questioned by the police, was able to lie his way out of it. He had stolen money from his parents, embezzled from his employer, had an affair with his boss's wife, taken illegal drugs, and gave a sexually transmitted disease to his wife . I was appalled.

But as the days went on I learned that my people were not all like that and I had, indeed, come to a fine parish full of good and loving people...'

Just as the priest finished his talk, the politician arrived full of apologies at being late. He immediately began to make the presentation and gave his talk:

'I'll never forget the first day our parish priest arrived,' said the politician. 'In fact, I had the honour of being the first person to go to him for confession.'

Moral: Never, Never, Never Be Late...

This has got to be one of the cleverest
E-mails I've received in awhile.
Someone out there
must be "deadly" at *Scrabble*.
(Wait till you see the last one)!

PRESBYTERIAN:
When you rearrange the letters:
BEST IN PRAYER

ASTRONOMER:
When you rearrange the letters:
MOON STARER

DESPERATION:
When you rearrange the letters:
A ROPE ENDS IT

THE EYES:

When you rearrange the letters:
THEY SEE

GEORGE BUSH:
When you rearrange the letters:
HE BUGS GORE

THE MORSE CODE:
When you rearrange the letters:
HERE COME DOTS

DORMITORY:
When you rearrange the letters:
DIRTY ROOM

SLOT MACHINES:
When you rearrange the letters:
CASH LOST IN ME

ANIMOSITY:
When you rearrange the letters:

IS NO AMITY

ELECTION RESULTS:

When you rearrange the letters:

LIES - LET'S RECOUNT

0A

SNOOZE ALARMS:

When you rearrange the letters:

ALAS! NO MORE Z 'S

A DECIMAL POINT:

When you rearrange the letters:

I'M A DOT IN PLACE

THE EARTHQUAKES:

When you rearrange the letters:

THAT QUEER SHAKE

ELEVEN PLUS TWO:

When you rearrange the letters:

TWELVE PLUS ONE

AND FOR THE GRAND FINALE:

MOTHER-IN-LAW

When you rearrange the letters:

WOMAN HITLER

Bet your friends haven't seen this one!!!

DON'T FORGET TO SHARE THIS

FOUNTAIN OF LIFE

Arun Shanker Roy

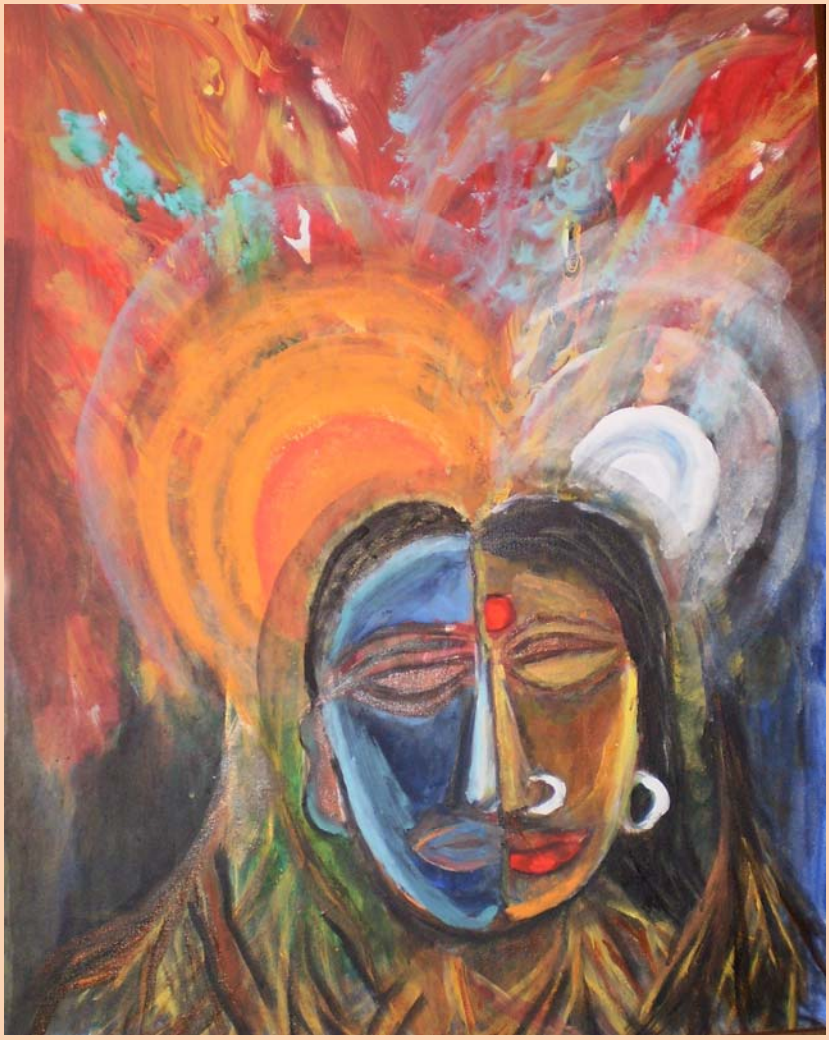

Acrylic on Canvas, 22"X22"
The fountainhead of life in the universe is represented by a male-head and a female-head, a fusion of two cosmic forces. In the Indian mythology, this fusion of two cosmic forces is described as Ardha-Narishwar- male and female being the two forces of creation. The male-head is aspected by the sun and female-head by the moon. The sun symbolically represents cosmic power and the moon cosmic harmony and balance. At the bottom of the painting, roots of the banyan tree (known for its proverbial longevity) symbolize the primordial nature of creation.

MOTHER AND CHILD

Arun Shanker Roy

ACRYLIC ON CANVAS, 30”X22”

Fire Truck

Reeto Ghosh (4 years)

Flower Vase

Oishee Ghosh (8 yrs. Grade: ¾ EFI)

MA DURGA

Oishee Ghosh (8 yrs. Grade: ¾ EFI)

Nature's Justice

Sumitra Sen

He ran, faster and faster, his chest heaving, his heart pounding, and yet he knew he could not stop. Glancing over his left shoulder, he saw the dim shadow of the man pursuing him, right on his tail. He looked ahead again, squinting through the darkness of the forest, trying to avoid the lethal-looking branches that extended their gnarled hands. He jumped over leafy ferns, his feet breaking twigs, causing the sounds to be amplified tenfold, echoing across the forest. He could hear his pummelling footsteps and his ragged breath, and the faint sound of his pursuer behind him.

He knew he had done wrong. He knew the pursuer was the one seeking justice and revenge. He tried pushing away the guilty thoughts of his crime to the back of his mind and tried focusing on the trees blocking his view, and yet he felt dirty and tainted. Shame surged through him as he thought of the act he had committed not two hours ago.

He saw a clearing up ahead; the trees were thinning. The air whipped by him, deafening his ears, and he could feel his hair trailing in wisps behind his head as he ran. Narrowly avoiding a protruding branch, he saw something bright glinting up ahead. When he saw that it was water, relief surged through him.

He raced towards the bank of the river, thanking the gods as he rushed over the grassy incline. He could hear his pursuer behind him, but he had confidence now. He would swim into the lake and let the strong current carry him away from the man following him. He was a few feet away from the cool, crystalline water when suddenly he stopped dead.

A lion, large and majestic, stood on the bank of the river. Its fur was the colour of hay, lightening considerably on the stomach. An immense mane cascaded down its back, indicating to the man standing frozen a short distance away that it was not a lioness. The lion yawned, and to the man’s horror, he saw its two long canines, sharp and dangerous.

The man started sweating in fear, wiping his forehead feverishly as the sun beat down on him and his heart pounded. It felt like it was going to give up on him as he stared back at the lion. Looking around, he noticed a healthy-looking tree a short distance away, and inched towards it, trying not to make too many jerky movements. Grabbing a

branch, he pulled himself up slowly, and continued climbing in this way until he was safely hidden from view.

He wondered faintly where his pursuer had gone, but assumed that he had probably seen the lion as well, and had ran away. The man was completely inside the tree now, and he felt safe that the lion could no longer see him. Though he was uncomfortable, at least he knew he would not die as a lion's meal.

He placed his hand on a branch, and felt uneasy when the branch moved. Looking down slowly, he saw to his horror that his hand was lying on a large, black snake. Its smooth skin glistened like a black olive under his touch, and he followed the curve of its body upwards, wondering where its head was. Looking around, he saw that it was staring at him from the branch above.

He started sweating profusely again. Fear pounded through him as he saw the snake rear its head and hiss, widening its mouth and showing him its sharp fangs and double-ended tongue. How wonderful, he thought, to die from snake venom. He could already feel its poison spreading through his veins...or was it fear? He couldn't tell the difference anymore. All he knew was that he had to get away from this tree.

Looking down, he saw that the river was right below him. All he had to do was jump, and he would be safely in the current. The snake had started curling down the branches to get closer to him, and its body was slowly starting to tighten around him. The man jumped into the river just as the snake snapped at his face.

But alas! The man did not see that in the river, there had been a crocodile, waiting with its mouth open to swallow the man whole. To his terror, he felt the sharp teeth clamp down on his legs and arms as the crocodile slowly devoured him. The river was soon stained with red.

The earth introduced the man to danger by procuring a lion.

The air denied him protection by materializing a snake.

The water slaughtered him by means of a crocodile.

And so, nature refused shelter to a sinner.

My Summer Adventures in Engineering and Science Camp

Oishee Ghosh (8 yrs. Grade: ¾ EFI)

This year I took part in the Science and Engineering Summer camp at the University of Ottawa for a week. My camp instructor's name was Adel and the name we selected for our team was "Autobots". There were eight kids in our group. There I found two friends- Sophie and Ada. On the first day we went in the auditorium and watched a funny video of all the camp instructors. After that we did our first project in the camp. We made a parachute out of a film canister, a plastic bag, some thread and of course tape. The best part was when we blasted the parachute by using Alka-Seltzer tablets. Did you know that Alka-Seltzer tablets are nothing but the TUMS medicine? The secret to blasting it higher is to put less water in the film canister.

Another really fabulous project was making a pictoscope. We used mirrors and cardboards for that. We first made a rectangular pipe by using cardboard pieces. Next we placed both mirrors at a 90 degree angle to each other. Then we glued the mirrors at both ends of the pipe and VOILA! It was fun playing spy games with the other campers by using our own pictoscopes.

Now I am going to tell you the most exciting project of "crayfish dissection" that I did at the biology lab. When we went inside the lab, first of all, we had to put our glasses, gloves and lab coats on. It was cool!! I felt like a grown-up scientist! Then Adel drew a picture of the crayfish on the chalk-board and told us about the body-parts we would dissect. After that, we got our crayfish. When we dissected the crayfish's head, we found its brain. I liked this project because we got to see the inside parts of the crayfish. This project was also my favourite because we got to touch and use the real dissecting instruments!!

On Thursday, we went to the mechanical engineering lab and made a treasure box out of metal pieces by using all sorts of machines. We used machines to fold, cut, burn metal sheets and then to stick the pieces together. The coolest machine we used was the one to burn and stick metal sheets together. On the last day, we had a pizza party. We threw soaked sponges at each other. We also had water balloon fight. When all the games were over, we went to the auditorium to see all the photos of the week. Then we got our certificates. After that, we had open-house to showcase our partner project—

“Rhude-Gholdbergs” for our parents. But my parents could not come, they were too busy then!

These are just a few activities which I mentioned here. We actually did a lot more!! We made lava lamps, flubber- a silly putty kind of thing, yo-yo and electrical circuits, played board games, soccer, rock-paper, scissors etc. I really had an adventurous week at the camp. Next summer, I hope to go back.

NATURE AT ITS BEST – COLLAGE 2

Tanima Majumdar

Shubho Bijoya

Neil Mukherjee